ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

(মূল প্রতিবেদন)

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৪ নভেম্বর, ২০২৫

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. মাহ্ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা পরিচালনা

মো. মাহ্ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*
মো. সহিদুল ইসলাম, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*

গবেষণা সহকারী

মাজহারুল ইসলাম হৃদয়, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*
নিথরা মেহরাব, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*
নুসরাত তাসনিম প্রমি, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*

কৃতজ্ঞতা

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও মতামত দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, এবং টিআইবি'র নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যেদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও সম্পাদনা এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনের উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা সহকারী ইসরাত রুবাবা তাহসীন এবং রাইয়ান নাফিজাকে।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২)৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১
অধ্যায় ১: ভূমিকা.. ৩
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা.. ৩
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ৪
১.২.১ প্রধান উদ্দেশ্য.. ৪
১.২.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য... ৪
১.২.৩ গবেষণার পরিধি ৪
১.৩ গবেষণার পদ্ধতি ৪
১.৩.১ গবেষণা পদ্ধতি ৪
১.৩.২ তথ্যের উৎস.. ৫
১.৩.৩ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ৬
১.৩.৪ বিশ্লেষণ কাঠামো.. ৬
অধ্যায় ২: নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন ৭
২.১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা.. ৭
২.১.১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (প্রথম পাঁচ বছর) কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দের ঘাটতি ৭
২.১.২ জাতীয় বাজেটে এনডিসি'র অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দের ঘাটতি.................................. ৭
২.১.৩ এনডিসি'র প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দে ঘাটতি... ৮
২.১.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ (ক্লাইমেট অ্যাকশন) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দে ঘাটতি ৯
২.১.৫ ন্যাপ বাস্তবায়নে বরাদ্দে ঘাটতি ৯
২.১.৬ বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ ও বরাদ্দে ঘাটতি................................. ১০
২.১.৭ জলবায়ু খাতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতে বরাদ্দের ঘাটতি.. ১০
২.১.৮ নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বরাদ্দের ঘাটতি.. ১০
২.১.৯ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি................... ১১
২.১.১০ জাতীয় বাজেটে মধ্যমেয়াদে (২০১৬-২০২৫) জলবায়ু খাতে কম অগ্রাধিকার প্রদান ১২
২.২ তহবিলসংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা পর্যালোচনা ১২
২.২.১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এর সীমাবদ্ধতা ১২
২.২.২ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি.. ১২
২.২.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০-এর সীমাবদ্ধতা ১৩
২.২.৪ তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি ও নির্দেশিকা... ১৩
২.২.৫ তহবিলসমূহে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নীতি ও নির্দেশিকা.. ১৪
২.২.৬ তহবিলসমূহে অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে নীতি ও নির্দেশিকা.. ১৫
অধ্যায় ৩: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের সংগতি ১৬
৩.১ বিসিসিএসএপি'র থিমভিত্তিক বরাদ্দের অসংগতি ১৬
৩.২ জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে অসংগতি.. ১৭
৩.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে অধিক বিপদাপন্ন জেলায় কম গুরুত্ব প্রদান..................... ১৮
৩.৪ জেলাভিত্তিক জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের পরিমাণের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ১৮
৩.৫ জেলাভিত্তিক জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যার ভিত্তিতের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা ২২
৩.৬ বিপদাপন্নতা বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দে অসংগতি ২৫
৩.৭ ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা ২৫
অধ্যায় ৪: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের কার্যকরতা.. ২৯
৪.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বরাদ্দ ২৯
৪.২ আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে জলবায়ু খাতে ঋণের প্রাধান্য ২৯
৪.৩ প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের দীর্ঘসূত্রতা.. ৩০
৪.৪ জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত কার্যক্রম মেইনস্ট্রিমিংয়ে ঘাটতি ৩১
৪.৫ জাতীয় তহবিল/ বিসিসিটি'র কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি ৩২
৪.৬ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ৩২
অধ্যায় ৫: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে জবাবদিহি ৩৪

৫.১ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র প্রকল্প পরিবীক্ষণে ঘাটতি ৩৪
৫.২ আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প পরিবীক্ষণের ঘাটতি........ ৩৪
৫.৩ জাতীয় তহবিলের প্রকল্প নিরীক্ষার ঘাটতি........ ৩৫
৫.৪ জাতীয় তহবিলের প্রকল্প মূল্যায়নের ঘাটতি........ ৩৫
৫.৫ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র জবাবদিহির ঘাটতি........ ৩৫
৫.৫.১ তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিসিসিটি'র প্রশ্নবোধক ভূমিকা ৩৫
৫.৫.২ নথি ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি ৩৬
৫.৬ তহবিল বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) ৩৬
অধ্যায় ৬: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের ব্যবহার ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সমন্বয় ৩৭
৬.১ অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ঘাটতি........ ৩৭
৬.২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ৩৭
অধ্যায় ৭: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি........ ৩৯
৭.১ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি তহবিল পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ৩৯
৭.২ জলবায়ু তহবিলের প্রকল্পের বাতিল........ ৩৯
৭.৩ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব........ ৩৯
৭.৪ বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ৪১
৭.৫ বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে তহবিল বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতি........ ৪১
৭.৬ রাজনৈতিক বিবেচনায় বিসিসিটি'র প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন........ ৪২
৭.৭ ব্যবসায়িক স্বার্থে বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন ৪২
৭.৮ বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিবিধ স্তরে অনিয়ম-দুর্নীতি ৪২
৭.৯ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটিতে দুর্নীতির পরিমাণ (প্রাক্কলিত) ৪৪
৭.১০ আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি........ ৪৪
অধ্যায় ৮: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা........ ৪৫
৮.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ........ ৪৫
৮.২ সুপারিশ........ ৪৫
তথ্যসূত্র........ ৪৭
পরিশিষ্ট........ ৫২

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: এনডিসি'র অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার*) ৮
চিত্র ২: এনডিসি'র প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার*) ৮
চিত্র ৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ অর্জনে ২০১৬-২০৩০ সাল পর্যন্ত চাহিদা ও বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার) ৯
চিত্র ৪: এডিপিতে নবায়নযোগ্য ও জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বরাদ্দ (শতাংশ) ১১
চিত্র ৫: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ১১
চিত্র ৬: জলবায়ু খাতে মোট জিডিপির বরাদ্দের হার ১২
চিত্র ৭: বিসিসিএসএপির থিমের নির্ধারিত সিলিং এর তুলনায় তহবিল বরাদ্দ (শতাংশ) ১৬
চিত্র ৮: ২০১০-২০১৫ এবং ২০১৬-২০২৪* সময়কালে প্রকল্প বরাদ্দ (শতাংশ) ১৭
চিত্র ৯: জলবায়ু বিপদাপন্ন এলাকায় গড় তহবিল বরাদ্দ (শতাংশ) ১৭
চিত্র ১০: জাতীয় তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ১৯
চিত্র ১১: আন্তর্জাতিক তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ২০
চিত্র ১২: সার্বিকভাবে জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ২১
চিত্র ১৩: জাতীয় তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা ২২
চিত্র ১৪: আন্তর্জাতিক তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা ২৩
চিত্র ১৫: সার্বিকভাবে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা ২৪
চিত্র ১৬: লবনাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা ২৬
চিত্র ১৭: খরা ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা ২৭
চিত্র ১৮: বন্যা ও আকস্মিক-বন্যা ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা ২৮
চিত্র ১৯: জাতীয়* ও আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার*) ২৯
চিত্র ২০: আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের ধরণ (শতাংশ) ৩০
চিত্র ২১: প্রকল্পের অর্থ ছাড় (মিলিয়ন ডলার) ৩০
চিত্র ২২: মন্ত্রণালয় ভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রকল্প অনুমোদন (শতাংশ) ৩১
চিত্র ২৩: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি (শতাংশে) ৩৩
চিত্র ২৪: থিমভিত্তিক বাতিলকৃত প্রকল্প (শতাংশ)* ৩৯
চিত্র ২৫: বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে থিমভিত্তিক বরাদ্দ (শতাংশ) ৪১

সারণির তালিকা

সারণি ১: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস ৫
সারণি ২: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের নির্দেশক ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ৬
সারণি ৩: তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি ও নির্দেশিকা ১৪
সারণি ৪: তহবিলসমূহের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্দেশিকা ১৫
সারণি ৫: তহবিলসমূহের অংশীজনের অংশগ্রহণ নীতি ১৫
সারণি ৬: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদাপন্নতার স্কোর এবং জেলাভিত্তিক** বরাদ্দ ১৮
সারণি ৭: জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সম্পর্ক (correlation*) ২৫
সারণি ৮: জাতীয় তহবিল/ বিসিসিটি'র কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি ৩২
সারণি ৯: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (দিন) ৩৩
সারণি ১০: বিসিসিটি'র অর্থ ছাড়কৃত প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ৩৪
সারণি ১১: তহবিলসমূহের প্রকল্পের নিজস্ব পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা ৩৫
সারণি ১২: তহবিলসমূহের তথ্য উন্মুক্তার চর্চা ৩৬
সারণি ১৩: তহবিলসমূহ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ফোকাল প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩৭
সারণি ১৪: বোর্ড চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীদের নিজ নির্বাচনি জেলায় অধিক বরাদ্দ ৪০
সারণি ১৫: বোর্ড চেয়ারম্যান ও উপমন্ত্রী না থাকাকালীন সময়ে একই জেলায় বরাদ্দ ৪০
সারণি ১৬: বিসিসিটি প্রকল্পে প্রাক্কলিত দুর্নীতির পরিমাণ ৪৪

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
অ্যারিমা	অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ
বিসিসিআরএফ	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড
বিসিসিএসএপি	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার
বিসিসিটি	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড
সিটিএফ	ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড
সিভিআই	ক্লাইমেট ভালনারেবল ইনডেক্স
ডিপিপি	উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব
এএফ	অ্যাডাপটেশন ফান্ড
জিসিএফ	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড / সবুজ জলবায়ু তহবিল
জিইএফ	গ্লোবাল এনভাইরোনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি
আইএটিআই	ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ
এলডিসিএফ	লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিস ফান্ড
ন্যাপ	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা
এনসিভিএ	নেশনওয়াইড ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট
এনডিসি	জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান
পিপিসিআর	পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স
এসডিজি	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
এসপিএসএস	স্টাটিসটিক্যাল প্যাকেজ ফর দ্যা স্যোশাল সায়েন্সেস
এসআরইপি	স্কেলিং আপ রিনিউয়েবল এনার্জি প্রোগ্রাম
ইউএন-রেড প্রোগ্রাম	ইউনাইটেড ন্যাশনস প্রোগ্রাম অন রিডিউসিং ইমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন
ইউএনএফসিসিসি	ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ
NCVA	Nationwide Climate Vulnerability Assessment

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা, জনসম্পৃক্ততা, ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হওয়ায় জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন টিআইবি'র গবেষণার অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র। জলবায়ু খাতে টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো সুনির্দিষ্ট কিছু তহবিল ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন তথা ব্যবস্থাপনার সুশাসন সম্পর্কিত ছিল। তবে, এই গবেষণায় বাংলাদেশে ২০০৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পরিচালিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়নে সুশাসনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মূলত উন্মুক্ত সূত্র প্রাপ্ত তথ্যের (open source data) বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রম ও অর্থায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি, তহবিল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রমের ফলাফল সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা যায়, সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও, প্রকল্পের মেয়াদ, বাজেট, বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাসমূহ যেমন, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (অভীষ্ট ১৩) এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে অর্থায়নের ঘাটতি দৃশ্যমান। সরকারের নিয়মিত বাজেট থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ুসংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করলেও তা বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনের মাত্র ২৩.২ শতাংশ। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকেও বরাদ্দ কম, যা বার্ষিক প্রয়োজনের মাত্র ০.৭ শতাংশ। জলবায়ু অর্থায়নের এই সামগ্রিক চিত্র অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক।

সুশাসনের সব নির্দেশকেই জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে আইন, নীতি ও পরিকল্পনার দুর্বলতা ও বিভিন্ন নীতি ও নির্দেশিকার অনুপস্থিতি, বিপদাপন্নতার মাত্রা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে সামঞ্জস্যহীনতা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি, তহবিল সংগ্রহ ও ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার ফলে কার্যকরতার ঘাটতি, দুর্বল জবাবদিহি কাঠামো ও চর্চা, তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে ঘাটতি, এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘাটতি। নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) তহবিল গঠন করলেও বিদ্যমান আইন প্রয়োগে দুর্বলতা, স্বচ্ছতা, কার্যকরতা ও জবাবদিহির ঘাটতি, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে প্রত্যাশিত মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিশেষ করে, বিসিসিটি'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতি বিরাজমান। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের একাংশের যোগসাজশে তহবিলটির কার্যক্রম ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যবহার করায় তহবিলটির অপব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে প্রকল্প অনুমোদনে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার, জবাবদিহির অভাবে তহবিলটিতে দুর্নীতি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০-২০২৪ সময়কালে এই তহবিলে প্রাক্কলিত মোট দুর্নীতির পরিমাণ ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার (২ হাজার ১১০.৬ কোটি টাকা) যা এই সময়ে তহবিলটি থেকে অনুমোদিত মোট অর্থের ৫৪.২ শতাংশ। এছাড়া, জাতীয় তহবিলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার (বিসিসিএসএপি, ২০০৯) থিমভিত্তিক বরাদ্দের নির্ধারিত সীমা/সিলিং সংক্রান্ত নির্দেশনা অমান্য করা হয়েছে। বিসিসিএসএপি'র থিমের মধ্যে অবকাঠামো থিমের আওতায় আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ, এবং প্রশমন থিমের আওতায় সৌর সড়ক বাতি স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রমে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার অধিক বরাদ্দ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা এলাকা ও জনগোষ্ঠীকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, তহবিলটিতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্দেশ করে জলবায়ু অর্থায়নে বিশেষিত ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের নিজস্ব পরিকল্পনা, আইন ও নীতি থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বরাদ্দ, ঋণনির্ভর অর্থায়ন, অর্থ ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়। আন্তর্জাতিক তহবিলেও প্রকল্প গ্রহণ ও চাহিদা যাচাইয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ, আদিবাসী ও নারীদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি। প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনে বিপদাপন্নতা (vulnerability) এবং ভৌগোলিক ঝুঁকিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অধিক বিপদাপন্ন এলাকায় ঝুঁকি এবং চাহিদা অনুসারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে সক্ষমতা ও পদক্ষেপের ঘাটতি লক্ষণীয়। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রমকে নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিতভাবে (মেইনস্ট্রিমং) বাস্তবায়নেও ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে পরিচালিত বারোটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিলের ৮৬ শতাংশ প্রকল্প মাত্র তিনটি মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) বাস্তবায়ন করেছে। অন্যদিকে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্বল্প তহবিল ও প্রকল্প পাওয়াসহ জলবায়ু পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে কম গুরুত্ব পেয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের প্রকল্প ও কার্যক্রমের উন্মুক্ত তথ্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও তথ্যদাতাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে এই গবেষণাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা প্রয়োজনীয় নথি, তথ্য-উপাত্ত, অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করে এ গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

টিআইবির উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এই গবেষণায় উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন, এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের মো. মাহ্‌ফুজুল হক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন), এবং একই বিভাগের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট মো. সহিদুল ইসলাম। এছাড়া, গবেষণাটি প্রণয়নে টিআইবির গবেষণা ও পলিসি এবং অন্যান্য বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেছেন।

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রণীত বিবিধ আইন, নীতি ও পরিকল্পনাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিবেদনটির পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের যেকোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম (ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স, ২০২১)।[১] তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে নবম (ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স, ২০২৩)।[২] জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপির দুই শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ২১০০ সাল নাগাদ এই হার বৃদ্ধি হবে নয় শতাংশ।[৩] সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের ১৭ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং একই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে দেশের মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হ্রাস পাবে।[৪] লবণাক্ততা ও বন্যার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে উপকূলীয় অঞ্চল। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪ লাখ[৫] এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় দুই কোটির বেশি মানুষ তাদের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে স্থানচ্যুত হতে পারে।[৬] জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ এবং তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বছরে গড় ক্ষতির পরিমাণ ইতোমধ্যে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার (মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ০.৭ শতাংশ)।[৭] ২০৫০ সালের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে এবং এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবন আরও বিপর্যস্ত হতে পারে।[৮] তাছাড়া, সুন্দরবনের ৪০ শতাংশ অঞ্চল আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বিলীন হবে।[৯]

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিবিধ নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান, ২০২৫*, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০), বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০, এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান ২০২১। এ সকল নীতি

---

[১] Eckstein, D., Kunzel, V., & Schäfer, L. (2021). *Global climate risk index 2021: Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2019 and 2000–2019*. Germanwatch. Retrieved July 16, 2025, from https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

[২] Bündnis Entwicklung Hilft / IFHV. (2023). *WeltRisikoBericht 2023*. Bündnis Entwicklung Hilft. Retrieved July 16, 2025, from https://www.weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2023/09/WeltRisikoBericht_2023.pdf

[৩] Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *National Adaptation Plan of Bangladesh (2023–2050)*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved October 29, 2025, from https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/npfblock/903c6d55_3fa3_4d24_a4e1_0611eaa3cb69/National%20Adaptation%20Plan%20of%20Bangladesh%20(2023-2050)%20(1).pdf

[৪] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2021). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2021–22*. Retrieved July 16, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/bb7b3293_1b29_4b1a_8818_890bcbf6c5ce/Climate%20Financing%20for%20Sustainable%20Development%202021-22.pdf

[৫] Internal Displacement Monitoring Centre. (2025). *Global report on internal displacement 2025*. IDMC. Retrieved July 16, 2025, from https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2025/

[৬] Internal Displacement Monitoring Centre. (2012). *Climate displacement in Bangladesh: The need for urgent housing, land and property (HLP) rights solutions* (May 2012). Retrieved July 16, 2025, from https://www.internal-displacement.org/publications/climate-displacement-in-bangladesh

[৭] World Bank Group. (2022). *Bangladesh country climate and development report* (Report No. 177262). World Bank. Retrieved July 20, 2025, from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38181/CCDR-Bangladesh-MainReport.pdf

[৮] Bangla Tribune. (2024, August 12). *জলবায়ু পরিবর্তনের পরিসংখ্যান: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*.Retrieved July 16, 2025, from https://www.banglatribune.com/columns/858861/ জলবায়ু-পরিবর্তনের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

[৯] বাহলুল আলম (2025, April 15). *একটি আশঙ্কা ২০৫০: জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব ও করণীয়. ডেল্টা টাইমস.* Retrieved July 16, 2025, from https://www.deltatimes24.com/news/148139

* সরকার ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি নতুন এনডিসি ইউএনএফসিসিসিতে জমা দিয়েছে। তবে এই গবেষণাটি পুরাতন এনডিসি ধরে পরিচালিত হয়েছে। Government of the People's Republic of Bangladesh. (2025). *Bangladesh's Third Nationally Determined Contribution (NDC 3.0)*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Retrieved October 29, 2025, from https://unfccc.int/sites/default/files/2025-09/Bangladesh%20Third%20Nationally%20Determined%20Contribution%20%28NDC%203.0%29.pdf

ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) তহবিল গঠন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি, এ সকল তহবিল থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনাসমূহে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণে বিবিধ অসংগতি বিদ্যমান।[১০] প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে চাহিদার বিপরীতে কম বরাদ্দ, বাস্তবায়ন এলাকা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা, ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তাকে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১১] এছাড়া, এসকল তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে দীর্ঘসূত্রতা, ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিবিধ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যা বিগত বছরগুলোতে টিআইবি'র গবেষণাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।[১২] জলবায়ু তহবিল অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে সুশাসন বিষয়ক টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম রয়েছে। তবে, জলবায়ু খাতে টিআইবি'র পূর্বের গবেষণাগুলো সুনির্দিষ্ট তহবিল এবং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত হলেও বাংলাদেশে জলবায়ু খাতে সুশাসনের সার্বিক চিত্র সম্বলিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের আওতায় বাংলাদেশে গৃহীত বিবিধ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও ফলাফল সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.২.১ প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন পর্যালোচনা করা

১.২.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো;

১. বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা
২. বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সুশাসন পর্যালোচনা করা
৩. বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করা
৪. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা।

১.২.৩ গবেষণার পরিধি

২০০৩-২০২৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে বাস্তবায়িত মোট ১২টি তহবিল এবং তহবিলসমূহের ৯৪২টি প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জলবায়ু সংক্রান্ত জাতীয় বাজেট বরাদ্দ (অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত উন্মুক্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

১.৩.১ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

[১০] Transparency International Bangladesh. (2020). *Climate change mitigation finance and project implementation in Bangladesh: Governance challenges and way forwards*. Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://www.ti-bangladesh.org/images/2020/report/Mitigation-Finance/Mitigation_Finance_Governance_Full_Report.pdf

[১১] Transparency International Bangladesh. (2025, May 14). *Accessing Green Climate Fund (GCF) for vulnerable countries like Bangladesh: Governance challenges and way forward*. Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://ti-bangladesh.org/articles/research/6981

[১২] Transparency International Bangladesh. (2025, May 14). *Accessing Green Climate Fund (GCF) for vulnerable countries like Bangladesh: Governance challenges and way forward*. Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://ti-bangladesh.org/articles/research/6981

১.৩.২ তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত উন্মুক্ত উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজন অনুসারে গুণগত তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরণ ও তথ্যের উৎসসহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মী, বিসিসিটি প্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংকলন	**জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ:** টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন, এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ (২০১৫-২০২৪) **জাতীয় তহবিল:** বিসিসিটি'র ৮৯১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) **আন্তর্জাতিক তহবিল:** তহবিলসমূহের ওয়েবসাইট, তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং ক্লাইমেট ফান্ড আপডেটসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত ৫১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)
পর্যালোচনা	প্রাসঙ্গিক গবেষণা, সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও সংশ্লিষ্ট নথি, আইন ও নীতি, পরিকল্পনা, অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

১.৩.২.১ গবেষণার সময়

জুন ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৩.২.২ প্রত্যক্ষ তথ্য

গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, বিসিসিটি'র প্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিকট হতে গুণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৩.২.৩ পরোক্ষ তথ্য

গবেষণাটি মূলত পরোক্ষ তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংকলন করে তিনটি ডাটাবেইস তৈরি করে গবেষণার উদ্দেশ্যে অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনটি ডাটাবেইস হলো:

জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ: টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট এবং তথ্য প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জাতীয় তহবিল: বিসিসিটি'র ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে ৮৯১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তহবিল: তহবিলসমূহের ওয়েবসাইট, তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং ক্লাইমেট ফান্ড আপডেটসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত ৫১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করা হয়েছে।

তাছাড়া, বিভিন্ন পরোক্ষ উৎস যেমন সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও নির্দেশিকা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও তথ্য, বিসিসিটি'র পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ইত্যাদি। পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩.৩ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Stata, Python সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইসের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। Spearman's Rank Correlation Coefficient ব্যবহার করে জেলা ভিত্তিক বিপদাপন্নতার স্কোর ও অনুমোদনকৃত অর্থের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০২৯-৩০ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দের প্রাক্কলন করার জন্য অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ (ARIMA) মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। টিআইবি কর্তৃক বিসিসিটি তহবিলের ট্রেকিং প্রতিবেদন এবং সুবিধাভোগী জরিপের (২০২০) তথ্যের ভিত্তিতে এবং গবেষণাগুলোতে দুর্নীতি পরিমাণ প্রাক্কলনে ব্যবহৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করে ২০১০-২০২৪ সময়কালে মোট দুর্নীতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[১৩]

১.৩.৪ বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের সাতটি সূচকের আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ২: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের নির্দেশক ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ
আইন ও নীতির প্রতিপালন	**পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:** জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি); জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান; জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি; ডেল্টা প্ল্যান ২১০০; ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান ২০২১
	তহবিল সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা পর্যালোচনা: বিসিসিএসএপি ২০০৯; জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা; তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি ও নির্দেশিকা
সংগতি	থিমভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ; বিপদাপন্নতা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দ; ঝুঁকি বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দ
কার্যকরতা	অর্থ বরাদ্দ; অর্থায়নের ধরন; অর্থ ছাড়; মন্ত্রণালয়ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ
স্বচ্ছতা	তহবিল ও প্রকল্পসমূহের তথ্যের উন্মুক্ততা
জবাবদিহি	তহবিল ও প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ; মূল্যায়ন, নিরীক্ষা; নথি ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	তহবিল ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অংশীজনের অংশগ্রহণ; তহবিল ও প্রকল্পসমূহের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সমন্বয়
অনিয়ম ও দুর্নীতি	প্রকল্প গ্রহণ ও বাতিল; স্বার্থের দ্বন্দ্ব; অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণ, কারণ ও মাত্রা

[১৩] Khan, M., Watkins, M., Aminuzzaman, S., Khair, S., & Hossain Khan, M. Z. (2020, December). *Climate change investments in Bangladesh: Leveraging dual-use characteristics as an anti-corruption tool (ACE Working Paper No. 033)*. ACE (SOAS University of London). Retrieved October 29, 2025, from https://ace.soas.ac.uk/wp-content/uploads/2022/05/ACE-WorkingPaper033-ClimateChangeInvestments-201217.pdf

অধ্যায় ২: নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

২.১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

২.১.১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (প্রথম পাঁচ বছর) কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দের ঘাটতি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ অনুযায়ী (প্রথম পাঁচ বছরের জন্য) অর্থের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রতিবছর ১ বিলিয়ন ডলার।[১৪] কিন্তু ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিসিসিটিকে উক্ত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গড়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মাত্র ০.০৬ বিলিয়ন ডলার। ফলে প্রতিবছর প্রয়োজনের বিপরীতে ঘাটতি ছিল গড়ে ০.৯৪ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৯৪ শতাংশ।[১৫]

২.১.২ জাতীয় বাজেটে এনডিসি'র অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দের ঘাটতি

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের এনডিসি অভিযোজন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ২০১৫-২০৩০ সালে মোট ২৯.৪ বিলিয়ন ডলার (১.৯৬ বিলিয়ন ডলার/বছর) প্রয়োজন।[১৬, ১৭] অভিযোজন কার্যক্রমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ০.৯৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে হয়েছিল ২.০২ বিলিয়ন ডলার।[১৮, ১৯] ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ছিল ১০.৩ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এসময়ে মোট প্রয়োজনীয় অর্থের ৩৫ শতাংশ জাতীয় বাজেট থেকে যোগান দেয়া হয়েছে। সরকার অভিযোজন কার্যক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। প্রতিবছর প্রয়োজনের বিপরীতে বরাদ্দ ঘাটতি ছিল গড়ে ০.৪৯ বিলিয়ন ডলার বা ২৫.০ শতাংশ (**চিত্র ১**)।

---

[১৪] Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)*. Ministry of Environment and Forests. Retrieved October 29, 2025, from https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Bangladesh%20Climate%20Change%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202009.pdf

[১৫] Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2025, June 17). Bangladesh Climate Change Trust Fund. Retrieved October 29, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/e963088e_0f4d_4ec7_9a88_35471d6ca7e3/2025-06-17-04-50-f390a37cbff46b4ae2724eb520bd2454.pdf

[১৬] Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2020, June). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2020–21*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6e496a5b_f5c1_447b_bbb4_257a2d8a97a1/2020-2021_Climate_BR_English.pdf

[১৭] Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2020, June). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2020–21*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6e496a5b_f5c1_447b_bbb4_257a2d8a97a1/2020-2021_Climate_BR_English.pdf

[১৮] Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2023). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2023–24*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/312663/budget-fy24-climate-financing-for-sustainable

[১৯] Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2020, June). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2020–21*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6e496a5b_f5c1_447b_bbb4_257a2d8a97a1/2020-2021_Climate_BR_English.pdf

চিত্র ১: এনডিসি'র অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার*)

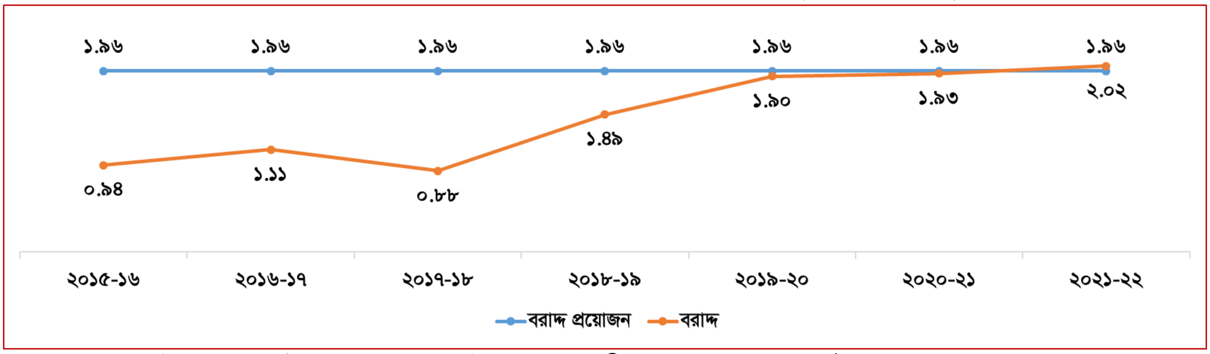

*১ ডলার = ১২০ টাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২১; ২০২২; ২০২৩: ২০২৪

২.১.৩ এনডিসি'র প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দে ঘাটতি

এনডিসি'র প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০১১-২০৩০ সালে মোট ১৮.৯০ বিলিয়ন ডলার (০.৯৫ বিলিয়ন ডলার/বছর) প্রয়োজন।[২০] ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল মাত্র ০.০৮ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু পরবর্তীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৪ বিলিয়ন ডলার।[২১,২২] ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১.৩৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থের ৭.১ শতাংশ বাজেটের মাধ্যমে যোগান দেয়া হয়েছে। প্রতিবছর প্রয়োজনের বিপরীতে বরাদ্দের ঘাটতি ছিল গড়ে ০.৭৬ বিলিয়ন ডলার বা ৮০.০ শতাংশ (**চিত্র ২**)।

চিত্র ২: এনডিসি'র প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার*)

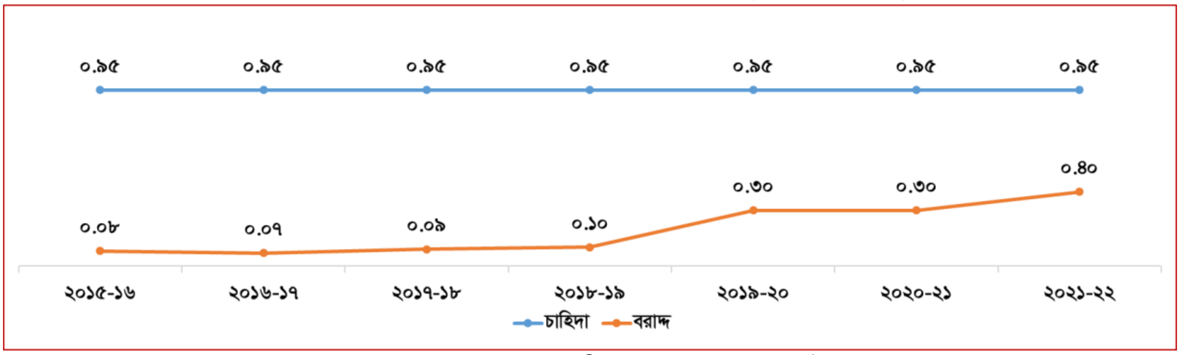

*১ ডলার = ১২০ টাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২১; ২০২২; ২০২৩; ২০২৪

[২০] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2020, June). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2020–21*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6e496a5b_f5c1_447b_bbb4_257a2d8a97a1/2020-2021_Climate_BR_English.pdf

[২১] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2023–24*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/312663/budget-fy24-climate-financing-for-sustainable

[২২] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2020, June). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2020–21*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6e496a5b_f5c1_447b_bbb4_257a2d8a97a1/2020-2021_Climate_BR_English.pdf

২.১.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ (ক্লাইমেট অ্যাকশন) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দে ঘাটতি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ বাস্তবায়নে মোট ১৬৩.২ বিলিয়ন ডলার (প্রাক্কলিত) প্রয়োজন।[২৩] ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট ১৭.৩ বিলিয়ন ডলার।[২৪,২৫] এ হারে বরাদ্দ অব্যাহত থাকলে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০ সাল পর্যন্ত মোট প্রাক্কলিত বরাদ্দ হবে ২৬.৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বরাদ্দ হবে ৪৪.১ বিলিয়ন ডলার। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ বাস্তবায়নে মোট বরাদ্দ ঘাটতি হবে ১১৯.১ বিলিয়ন ডলার (**চিত্র ৩**)। অর্থাৎ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছর পর্যন্ত গড়ে বরাদ্দ ঘাটতি হবে ৮.৫ বিলিয়ন ডলার (৭২.৭ শতাংশ)।

চিত্র ৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ অর্জনে ২০১৬-২০৩০ সাল পর্যন্ত চাহিদা ও বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার)

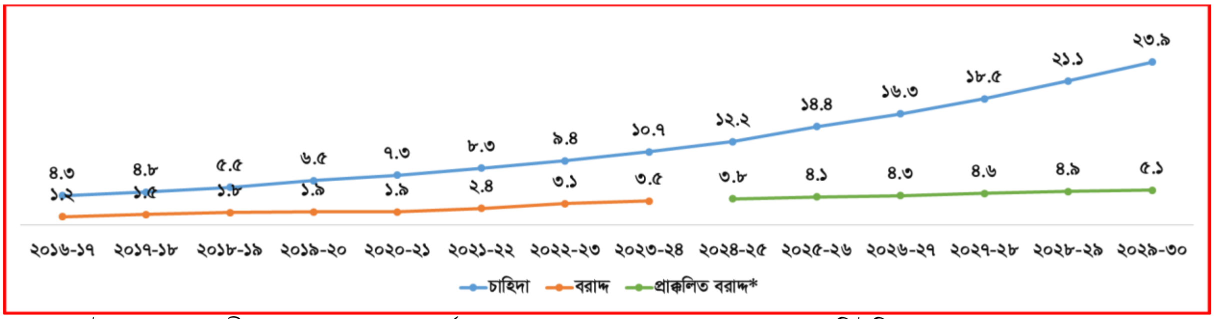

উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২১; ২০২২; ২০২৩; ২০২৪; জিইডি, ২০১৭; খাতুন ও অন্যান্য (২০২৪)
*অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ (ARIMA) মডেল ব্যবহার করে

২.১.৫ ন্যাপ বাস্তবায়নে বরাদ্দে ঘাটতি

ন্যাপ বাস্তবায়নে ২০২৩ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে মোট ২৩০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন এবং প্রতিবছর গড়ে ৮.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।[২৬] ২০২৪-২৫* অর্থবছরে ৩.৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।[২৭] অর্থাৎ ন্যাপ বাস্তবায়নে বরাদ্দের ঘাটতি ৪.৯ বিলিয়ন ডলার বা বরাদ্দ ঘাটতি ৫৭.৬ শতাংশ। সরকার কর্তৃক ন্যাপ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল ও দাতা সংস্থা থেকে বার্ষিক ৬ (ছয়) বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও তা সংগ্রহে অগ্রগতি নেই।

---

[২৩] General Economic Division (GED) (2017). *SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective*. Retrieved October 29, 2025, from https://pksf.org.bd/wp-content/uploads/2018/11/2.-SDGs-Financing-Strategy-Bangladesh-Perspective.pdf

[২৪] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2020, June). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2020–21*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6e496a5b_f5c1_447b_bbb4_257a2d8a97a1/2020-2021_Climate_BR_English.pdf

[২৫] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2023–24*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/312663/budget-fy24-climate-financing-for-sustainable

[২৬] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2023–24*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/312663/budget-fy24-climate-financing-for-sustainable

[২৭] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2024–25*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from http://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/b1a52827_25d9_4854_8d82_a6f61921cfc2/Climate_English-Final-%2805-06-2024%29-compressed.pdf

* ২০২৪-২৫ অর্থবছর নেওয়া হয়েছে

২.১.৬ বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ ও বরাদ্দে ঘাটতি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে বার্ষিক জিডিপির ২.৫ শতাংশ বরাদ্দ প্রয়োজন।[২৮] এ প্রয়োজনের বিপরীতে, ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গড় জিডিপির ০.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে।[২৯] প্রতিবছর গড় জিডিপি বরাদ্দ ঘাটতি ১.৭ শতাংশ বা প্রয়োজনের তুলনায় গড়ে ৬৮ শতাংশ কম। ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রতি বছর দুই বিলিয়ন ডলার জিসিএফ থেকে সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (যেমন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ইত্যাদি) জিসিএফ থেকে কোনো অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি।

২.১.৭ জলবায়ু খাতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতে বরাদ্দের ঘাটতি

ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান, ২০২১-এ জলবায়ু খাতে নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতসহ জেন্ডার রেসপন্সিভ অর্থায়নকে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দের পরিমাণ নগণ্য। ২০১৯-২০ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু খাতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতে বরাদ্দ হয়েছে প্রতিবছর প্রায় এক শতাংশের কম।[৩০] ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ০.০০১১ বিলিয়ন ডলার (০.০৫৫ শতাংশ) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২০২৫* অর্থবছরে বরাদ্দ হয়েছে ০.০০০৮ বিলিয়ন ডলার (০.০২২ শতাংশ), বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে ৬০ শতাংশ।[৩১] ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) কর্তৃক স্বচ্ছতার সাথে জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়নের নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালনে ঘাটতি রয়েছে।[৩২] তাছাড়া, সরকার কর্তৃক জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়নের তথ্য স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা হয় না।[৩৩]

২.১.৮ নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বরাদ্দের ঘাটতি

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩৪,৩৫] বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪.১ শতাংশ কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫.৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩.১ শতাংশ, কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিগত বছরগুলোর মতই ধারাবাহিকভাবে অধিক বরাদ্দ (৯৬.৯ শতাংশ) দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (এডিপি) নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিবছর গড়ে ৪.২ শতাংশ করে বরাদ্দ

---

[২৮] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2023–24*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/312663/budget-fy24-climate-financing-for-sustainable

[২৯] Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2023–24*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/312663/budget-fy24-climate-financing-for-sustainable

[৩০] UN Women Asia-Pacific. (2024). *Policy brief: Gender-responsive climate financing in Bangladesh* (Policy Brief). UN Women. Retrieved July 20, 2025, from https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/11/policy-brief-gender-responsive-climate-financing-in-bangladesh

[৩১] UN Women Asia-Pacific. (2024). *Policy brief: Gender-responsive climate financing in Bangladesh* (Policy Brief). UN Women. Retrieved July 20, 2025, from https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/11/policy-brief-gender-responsive-climate-financing-in-bangladesh

[৩২] UN Women Asia-Pacific. (2024). *Policy brief: Gender-responsive climate financing in Bangladesh* (Policy Brief). UN Women. Retrieved July 20, 2025, from https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/11/policy-brief-gender-responsive-climate-financing-in-bangladesh

[৩৩] UN Women Asia-Pacific. (2024). *Policy brief: Gender-responsive climate financing in Bangladesh* (Policy Brief). UN Women. Retrieved July 20, 2025, from https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/11/policy-brief-gender-responsive-climate-financing-in-bangladesh

[৩৪] Khatun, F., Saadat, S. Y., & Al Kabir, F. (2024). *Climate budget of Bangladesh: Balancing needs and building resilience* (CPD Working Paper No. 54). Centre for Policy Dialogue. Retrieved July 20, 2025, from https://cpd.org.bd/resources/2024/08/Climate-Budget-of-Bangladesh-Balancing-Needs-and-Building-Resilience.pdf

* ২০২৪-২৫ অর্থবছর নেওয়া হয়েছে

[৩৫] Change Initiative. (2023, December 20). *Follow the renewable energy finance: Bangladesh perspective (FtREF-01-2023)*. Retrieved October 29, 2025, from https://www.changei.earth/post/follow-the-renewable-energy-finance-bangladesh-perspective-ftref-01-2023

হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হলেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (এডিপি) বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে, এই হারে বরাদ্দ অব্যাহত থাকলে নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রায় অসম্ভব (**চিত্র ৪**)।

চিত্র ৪: এডিপিতে নবায়নযোগ্য ও জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বরাদ্দ (শতাংশ)

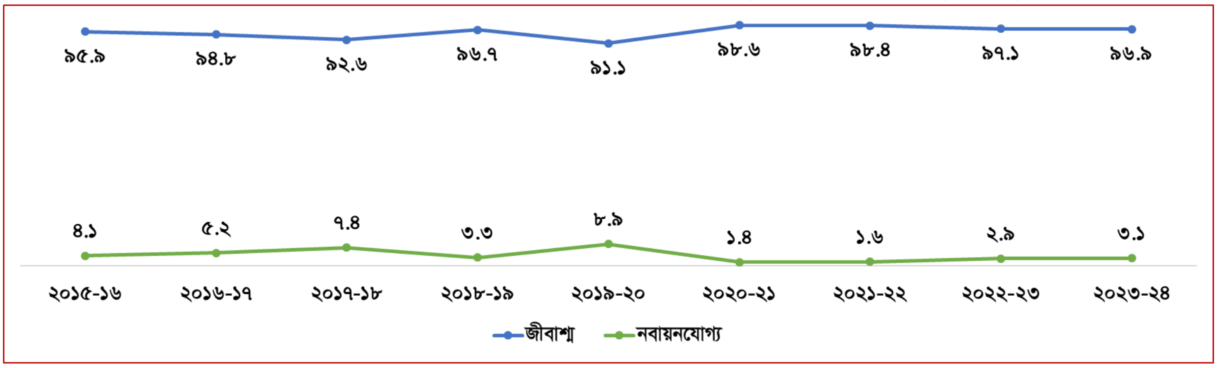

উৎস: খাতুন ও অন্যান্য,২০২৪

২.১.৯ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু সংক্রান্ত বরাদ্দ ছিল ৯.৮ শতাংশ কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। পরবর্তীতে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮.২ শতাংশ।[৩৬] ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গড়ে ০.৬ বিলিয়ন ডলার (১০.১ শতাংশ) এবং বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে (**চিত্র ৫**)। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হলেও[৩৭] সরকার কর্তৃক স্বল্পমেয়াদি আপদ মোকাবিলা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।[৩৮]

চিত্র ৫: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ

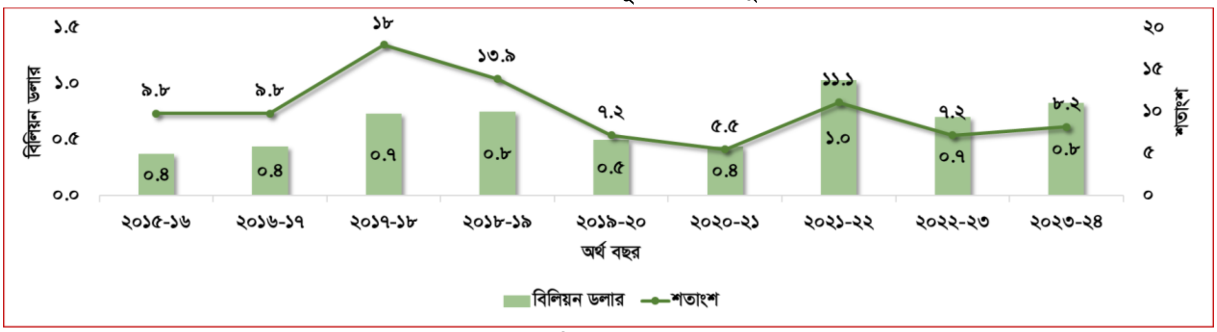

উৎস: অর্থ বিভাগ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, ২০১৬; ২০১৭; ২০১৮; ২০১৯; ২০২০; ২০২১; ২০২২; ২০২৩; ২০২৪

[৩৬] Finance Division, Ministry of Finance, *Government of the People's Republic of Bangladesh.(2023)*. *Social Security Programs: Fiscal Year 2023–24*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/a8e415d0_c5f2_4d5a_8c7c_bcd8beb88140/Social%20Security%20Programs_English_2023-24.pdf

[৩৭] Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *National Adaptation Plan of Bangladesh (2023–2050)*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved October 29, 2025, from https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/npfblock/903c6d55_3fa3_4d24_a4e1_0611eaa3cb69/National%20Adaptation%20Plan%20of%20Bangladesh%20(2023-2050)%20(1).pdf

[৩৮] Kundo, H. K., Brueckner, M., Spencer, R., & Davis, J. K. (2023). *The politics of linking disaster risk reduction and climate adaptation with social protection in Bangladesh*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 89, Article 103640. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103640

২.১.১০ জাতীয় বাজেটে মধ্যমেয়াদে (২০১৬-২০২৫) জলবায়ু খাতে কম অগ্রাধিকার প্রদান

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রতিবছর জিডিপির কমপক্ষে ৩ শতাংশ বরাদ্দ প্রয়োজন।[৩৯] কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জলবায়ু খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র জিডিপির ০.৬ শতাংশ, পরবর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৭ শতাংশ। সার্বিকভাবে, ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রতিবছর জিডিপির গড় বরাদ্দের হার ছিল ০.৭ শতাংশ। এ সময়ে প্রতিবছর প্রয়োজনের বিপরীতে জলবায়ু অর্থায়নের ঘাটতি গড়ে ৭৬.৮ শতাংশ (**চিত্র ৬**)।

চিত্র ৬: জলবায়ু খাতে মোট জিডিপির বরাদ্দের হার

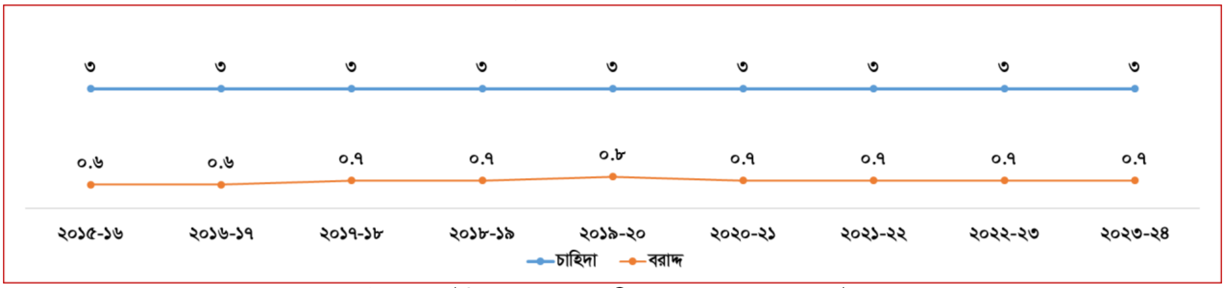

উৎস: অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২১; ২০২২; ২০২৩; ২০২৪

২.২ তহবিলসংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা পর্যালোচনা

২.২.১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এর সীমাবদ্ধতা

২০০৯ সাল-পূর্ববর্তী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে বিসিসিএসএপি ২০০৯ সালে প্রস্তুত ও প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী ১৬ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপকতা, প্রভাব এবং স্থানিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হলেও কৌশলপত্রটি হালনাগাদ করা হয়নি। পরিকল্পনায় শুধু প্রথম পাঁচ বছর (২০১০-২০১৪) সময়ের অর্থায়নের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৪০] জলবায়ু খাতে নতুন বিষয় যেমন সবুজ অর্থায়ন ও ক্ষয়-ক্ষতির (Loss and Damage) বিষয়গুলো পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জলবায়ু খাতে যুবসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে জলবায়ু সংবেদনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ও গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, ন্যাপ, নবায়নকৃত এনডিসি এবং এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সঙ্গে বিসিসিএসএপি'র অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান আছে।

২.২.২ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি

জাতীয় তহবিলের (বিসিসিটি) অর্থ বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেই। বিশেষ করে, ঝুঁকির বিপরীতে এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের চাহিদা এবং অর্থের চাহিদার নিজস্ব সমীক্ষা নেই। একটি অর্থবছরে বরাদ্দযোগ্য অর্থের খাতভিত্তিক (অবকাঠামো, প্রশমন, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের নিজস্ব ব্যবস্থাও নেই। অন্যদিকে, জাতীয় তহবিল (বিসিসিটি) থেকে প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ১৫ কোটি টাকার বেশি (সহ-অর্থায়ন ছাড়া) প্রকল্প অনুমোদনের বিধান না থাকার ফলে[৪১] মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্ভাবনী, দৃষ্টান্তমূলক এবং অনুকরণীয় প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল হয় না।[৪২] নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান

---

[৩৯] World Bank Group. (2022). *Bangladesh country climate and development report* (Report No. 177262). World Bank. Retrieved July 20, 2025, from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38181/CCDR-Bangladesh-MainReport.pdf

[৪০] Government of the People's Republic of Bangladesh. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)*. Ministry of Environment and Forests. Retrieved October 29, 2025, from https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Bangladesh%20Climate%20Change%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202009.pdf

[৪১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৪, ৬ জুলাই)। *জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার প্রকল্প, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত, ২০২৪)*। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রাপ্তির তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, সূত্র: https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-05-00-1c4f1de5efec95233a93730d30b09fae.pdf

[৪২] মুখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৫ অক্টোবর)

যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভা তাদের গতানুগতিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং সৌর সড়ক বাতি সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়।

২.২.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০-এর সীমাবদ্ধতা

ট্রাস্টের জনবল নিয়োগের এখতিয়ার নেই। ট্রাস্ট আইনে জনবল নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। এই আইনের আওতায় নিজস্ব নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়নি। নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত এখতিয়ার না থাকলেও ২০১৩ সালে ৮২ জন ও ২০১৭ সালে ১৫০ জনের জনবল কাঠামো বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ড অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে, অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের নিয়ম থাকলেও দুইটি ক্ষেত্রেই ট্রাস্ট তা গ্রহণ করেনি। নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি বৈধ করার জন্য অর্থ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কাছে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠালেও অর্থ বিভাগ কোনো মতামত প্রদান করেনি। বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার কারণে বিসিসিটি'র প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং পদোন্নতি আটকে আছে।

আইনের আওতায় তহবিল ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ নির্দেশিকা নেই। ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলীর আওতায় ট্রাস্টের মোট অর্থ ব্যবহারে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা থাকলেও তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যেমন ব্যাংকে জমাকৃত ৩৪ শতাংশ অর্থ ও সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের আলাদা নির্দেশিকা নেই। কর্মীদের দায়িত্বসহ জনবল কাঠামোসংক্রান্ত আলাদা বিধি বা নির্দেশিকা নেই। তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অসম্পূর্ণ। মাঠ পরিদর্শন এবং কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থ চার কিস্তিতে ছাড় করার কথা বলা হলেও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে বিসিসিটি কর্তৃক সকল প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয় না।[৪৩] এমন ক্ষেত্রে কি শর্তে অর্থ ছাড় করা হয় তার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।[৪৪] অভিযোজন ও প্রশমনের থিমভিত্তিক তহবিল বরাদ্দে নির্দেশিকার ঘাটতিও রয়েছে। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্প তদারকিতে তৃতীয় পক্ষ, বিশেষ করে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বিসিসিটি তহবিল থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্প তদারকিতে স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক তদারকির কোনো বিধান নেই। প্রকল্প বাছাইয়ের অগ্রাধিকার বিষয়ক নির্দেশনায় প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন স্তরে জন অংশগ্রহণের বিষয়টি মূল্যায়নের আওতায়[৪৫] রাখা হলেও প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন স্তরে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতে বিসিসিটি আইনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই।[৪৬] ফলে, একদিকে প্রকল্পগুলোতে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার ও বাস্তব সমস্যাগুলো যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ সীমিত রয়েছে, অন্যদিকে, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে অনুমোদিত নির্দেশনাটি[৪৭] বাস্তব প্রয়োগও নিশ্চিত করা হয়নি যা পরিদর্শন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

২.২.৪ তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি ও নির্দেশিকা

১২টি জলবায়ু তহবিলের মধ্যে বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ এবং জিসিসিএতে আংশিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা আছে। অপরদিকে বাকি ৯টি তহবিল: জিসিএফ, এএফ, জিইএফ, এলডিসিএফ, সিটিএফ, পিপিসিআর, এসআরইপি, ইউএন-রেড এবং এএসএপি'র নিজস্ব অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা আছে। হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা নীতির ক্ষেত্রেও বিসিসিটি ছাড়া ৮টি তহবিলে এই নীতি রয়েছে এবং তিনটি তহবিলে আংশিকভাবে বিদ্যমান আছে। জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়ন নীতি বিসিসিটি, জিসিএফ, এএফ, জিইএফ, এলডিসিএফ, সিটিএফ, পিপিসিআর, এসআরইপি ও এএসএপিতে রয়েছে, জিসিসিএ, ইউএন-রেড-এ আংশিকভাবে আছে, কিন্তু

[৪৩] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৫ অক্টোবর)

[৪৪] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৫ অক্টোবর)

[৪৫] Bangladesh Climate Change Trust, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024, August). *Gazette 2024: Guidelines for taking up projects in vulnerable and affected areas due to climate change financed by Climate Change Trust Fund*. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 20, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-04-54-48d26696dee93b71a657d758d9f9548c.pdf

[৪৬] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ২৪ এপ্রিল)

[৪৭] Bangladesh Climate Change Trust, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024, August). *Gazette 2024: Guidelines for taking up projects in vulnerable and affected areas due to climate change financed by Climate Change Trust Fund*. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 20, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-04-54-48d26696dee93b71a657d758d9f9548c.pdf

বিসিসিআরএফে এই নীতি নেই। বিসিসিটির তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষার জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) অথবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর মাধ্যমে নিরীক্ষা সম্পন্ন করার বিধান আছে। উল্লেখ্য, বিসিসিটির নিজস্ব অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা, যৌন হয়রানির অভিযোগ ও প্রতিকার নীতি, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা নীতি নেই; তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত নীতি অনুসরণ করে- তাই একে আংশিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিসিসিটি নির্দেশিকায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের বিধান থাকলেও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের কোনো নীতি নেই[৪৮]। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, জাতীয় তহবিল তহবিল (বিসিসিটি'র জবাবদিহি নিশ্চিতের নীতি/নির্দেশিকা তুলনামূলক দুর্বল এবং আংশিক অনুসরণ করে, যেখানে আন্তর্জাতিক তহবিলগুলো অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিক নীতি/নির্দেশিকা অনুসরণ করে।

সারণি ৩: তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি ও নির্দেশিকা

নীতি ও নির্দেশিকা	জাতীয়		আন্তর্জাতিক									
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ প্রভাব সমীক্ষার নীতি	P	✓	✓	✓	X	✓	p	p	✓	p	p	X
অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা	P	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
প্রকল্পে/তহবিল সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের নীতি/নির্দেশনা	X	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓
হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা নীতি	X	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓
যৌন হয়রানির অভিযোগ ও প্রতিকার নীতি	P	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓
জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়ন নীতি	✓	X	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা নীতি	p	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓
তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা নীতি	✓	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓

✓ =আছে, p= আংশিক আছে*, X =নেই

* আংশিক থাকা বলতে নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু অন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুসরণ করে অথবা পূর্ণাঙ্গ নীতি নেই

২.২.৫ তহবিলসমূহে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নীতি ও নির্দেশিকা

জাতীয় তহবিলের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর আইন ও নীতির ঘাটতি বিদ্যমান আছে। বিশেষকরে, স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ, এবং দুর্নীতিতে হারানো তহবিল ফেরত পাওয়ার নীতি নেই। অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে ব্যবস্থা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়নে দুর্বলতা রয়েছে। বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ ও জিসিসিএতে দুর্নীতি প্রতিরোধ আংশিকভাবে বিদ্যমান আছে, যেখানে অন্যান্য তহবিলে (জিসিএফ, এএফ, জিইএফ, এলডিসিএফ, সিটিএফ, পিপিসিআর, এসআরইপি, ইউএন-রেড এবং এএসএপি) এই নীতি আছে। অবৈধ অর্থ পাচার প্রতিরোধ নীতি বিসিসিটিতে, বিসিসিআরএফ, জিসিসিএ ও ইউএন-রেড-এ আংশিকভাবে আছে। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক তহবিলগুলোতে দুর্নীতি প্রতিরোধের নীতিগত কাঠামো তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, যেখানে জাতীয় তহবিলে (বিসিসিটি) কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি আংশিক বা অনুপস্থিত রয়েছে। বিসিসিটি তহবিলের আংশিক নীতি বলতে বিসিসিটি তহবিলের আলাদা কোনো নীতি নেই, তবে এটি বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি

[৪৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৪, ৬ জুলাই)। *জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার প্রকল্প, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত, ২০২৪)*। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রাপ্তির তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, সূত্র: https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-05-00-1c4f1de5efec95233a93730d30b09fae.pdf

অনুসরণ করে। বিসিসিটি অনিয়ম প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগের কথা ট্রাস্ট আইনে বলা হলেও আইনগুলো সুনির্দিষ্ট করে ট্রাস্ট আইনে উল্লেখ করা নেই।

সারণি ৪: তহবিলসমূহের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্দেশিকা

নীতি ও নির্দেশিকা	জাতীয়		আন্তর্জাতিক									
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
দুর্নীতি প্রতিরোধ নীতি	p	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের নীতি	X	X	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
দুর্নীতিতে হারানো তহবিল ফেরত পাওয়ার নীতি	X	p	✓	p	p	✓	✓	X	X	X	✓	✓
ক্রয় নীতি	✓	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
অর্থ পাচার রোধে নীতি	p	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓

✓ =আছে, p= আংশিক আছে*, X =নেই

* আংশিক থাকা বলতে নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু অন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুসরণ করে অথবা পূর্ণাঙ্গ নীতি নেই

২.২.৬ তহবিলসমূহে অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে নীতি ও নির্দেশিকা

সারণি ৫: তহবিলসমূহের অংশীজনের অংশগ্রহণ নীতি

নীতি ও নির্দেশিকা	জাতীয়		আন্তর্জাতিক									
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
প্রান্তিক/আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির নীতি	X	p	✓	✓	p	✓	✓	X	X	X	✓	✓
পর্যবেক্ষকদের মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি/নির্দেশিকা	X	X	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রকল্পের চাহিদা যাচাইয়ের নীতি	p	X	✓	✓	p	✓	✓	X	X	X	p	✓
স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণের নীতি	X	X	✓	✓	p	✓	✓	X	X	X	p	✓

✓ =আছে, p= আংশিক আছে*, X =নেই

* আংশিক থাকা বলতে নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু অন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুসরণ করে অথবা পূর্ণাঙ্গ নীতি নেই

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি, পর্যবেক্ষকদের মতামত গ্রহণ এবং স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নীতি ও নির্দেশিকার ক্ষেত্রে বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ, সিটিএফ, পিপিসিআর, এসআরইপিতে ঘাটতি বিদ্যমান। ১২টি তহবিলের মধ্যে বিসিসিটি ও বিসিসিআরএফে পর্যবেক্ষকদের মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি নীতি অনুপস্থিত রয়েছে। অন্যদিকে জিসিএফ, এএফ, জিইএফ, এলডিসিএফ, এবং এএসএপি'র এ সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা আছে। বিসিসিটির ক্ষেত্রে স্থানীয় বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রকল্পের চাহিদা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নির্দেশিকায়[৪৯] উল্লেখ থাকলেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। শুধমাত্র প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণে প্রণীত ম্যাট্রিক্সে এটির জন্য নম্বর রাখা হয়েছে।

[৪৯] Bangladesh Climate Change Trust, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024, August). *Gazette 2024: Guidelines for taking up projects in vulnerable and affected areas due to climate change financed by Climate Change Trust Fund*. Bangladesh Climate Change

অধ্যায় ৩: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের সংগতি

৩.১ বিসিসিএসএপি'র থিমভিত্তিক বরাদ্দের অসংগতি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এর উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড পলিসির নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্পগুলো ২০০৯ সালে প্রণীত বিসিসিএসএপি'র ছয়টি বিষয়ভিত্তিক থিমের মধ্যে সংগতিপূর্ণ করার বিধান রয়েছে।[৫০] বিষয়ভিত্তিক থিমগুলি হলো: (ক) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, (খ) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (গ) অবকাঠামো, (ঘ) গবেষণা ও অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা, (ঙ) প্রশমন এবং কার্বন সাশ্রয়ী উন্নয়ন, (চ) সক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি। পরবর্তীতে, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার ৬টি থিমের মধ্যে বরাদ্দের সিলিং নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।[৫১] অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারে (২০১৫) জাতীয় তহবিলের জন্য জলবায়ু কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার ৬টি থিমের মধ্যে বরাদ্দ সিলিং নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হলেও তা প্রতিপালন করা হয়নি। অবকাঠামো ও প্রশমন এ থিমে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার অধিক বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রশমনের আওতায় পৌরসভা এলাকায় সৌর বাতি স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে নির্ধারিত সীমার কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারের পূর্ব ও পরের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অবকাঠামো প্রকল্পে বরাদ্দ কমলেও প্রশমন থিমের প্রকল্পে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে (চিত্র ৮)।

চিত্র ৭: বিসিসিএসএপির থিমের নির্ধারিত সিলিং এর তুলনায় তহবিল বরাদ্দ (শতাংশ)

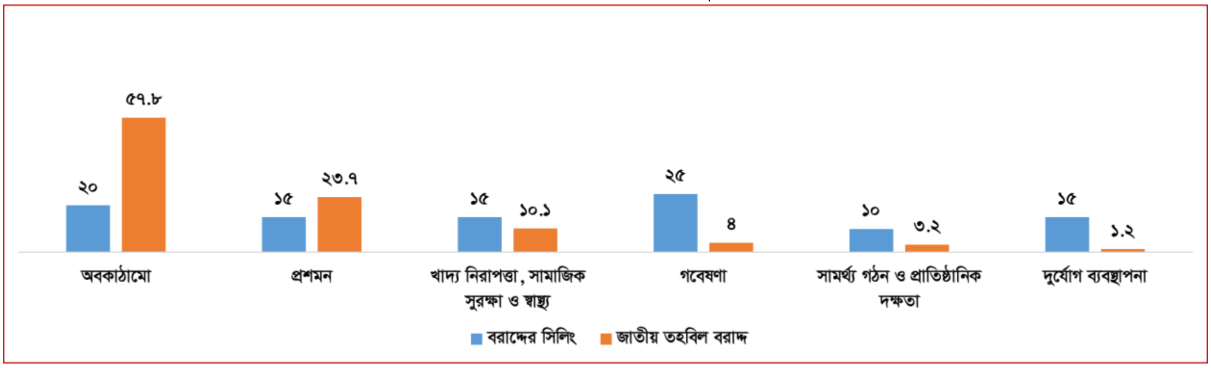

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণার জন্য এ থিমে সর্বাধিক ২৫ শতাংশ তহবিল বরাদ্দের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও এ থিমে বরাদ্দের হার ৪ শতাংশ। অনুরূপভাবে অবকাঠামো ও প্রশমন থিমে যথাক্রমে ২০ শতাংশ এবং ১৫

Trust. Retrieved July 20, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-04-54-48d26696dee93b71a657d758d9f9548c.pdf

[৫০] Bangladesh Climate Change Trust, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024, August). *Gazette 2024: Guidelines for taking up projects in vulnerable and affected areas due to climate change financed by Climate Change Trust Fund*. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 20, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-04-54-48d26696dee93b71a657d758d9f9548c.pdf

[৫১] Bangladesh Climate Change Trust, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024, August). *Gazette 2024: Guidelines for taking up projects in vulnerable and affected areas due to climate change financed by Climate Change Trust Fund*. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 20, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-04-54-48d26696dee93b71a657d758d9f9548c.pdf

শতাংশ হারে তহবিল বরাদ্দের নির্দেশনা থাকলেও বর্তমানে এই দুই থিমের অধীনে তহবিল বরাদ্দের হার যথাক্রমে ৫৭.৮ শতাংশ ও ২৩.৭ শতাংশ। একই ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামর্থ্য গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এই দুই থিমের অধীনে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ হারে তহবিল বরাদ্দের অনুশাসন থাকলেও বর্তমানে এই দুটি থিমে তহবিল বরাদ্দের হার যথাক্রমে ৩.২ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ (**চিত্র ৭**)।

চিত্র ৮: ২০১০-২০১৫ এবং ২০১৬-২০২৪* সময়কালে প্রকল্প বরাদ্দ (শতাংশ)

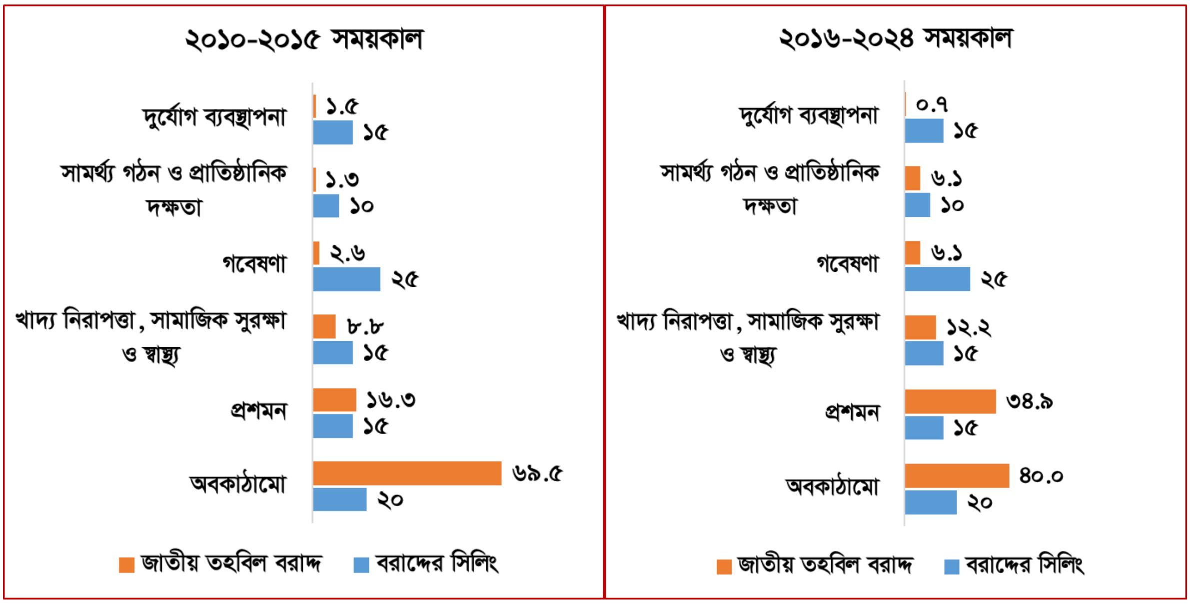

*অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৩.২ জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে অসংগতি

জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও বরাদ্দের পরিমাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসংগতি বিদ্যমান। জাতীয় তহবিলের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বিপদাপন্ন এলাকায় বরাদ্দের হার ছিল ২১.৫ শতাংশ, যা নিম্ন বিপদাপন্ন (১৮.১ শতাংশ) ও মাঝারি বিপদাপন্ন (১৪.৯ শতাংশ) জেলার তুলনায় বেশি। অপরদিকে, উচ্চ বিপদাপন্ন ও সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন জেলায় বরাদ্দের হার যথাক্রমে ২৩.১ শতাংশ এবং ২২.৪ শতাংশ। অর্থাৎ, স্থান ভেদে বিপদাপন্নতা'র (vulnerability) মাত্রা ভিন্ন হলেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় তহবিল থেকে প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয়নি। অধিক বিপদাপন্ন এলাকায় জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে (**চিত্র ৯**)।

চিত্র ৯: জলবায়ু বিপদাপন্ন এলাকায় গড় তহবিল বরাদ্দ (শতাংশ)

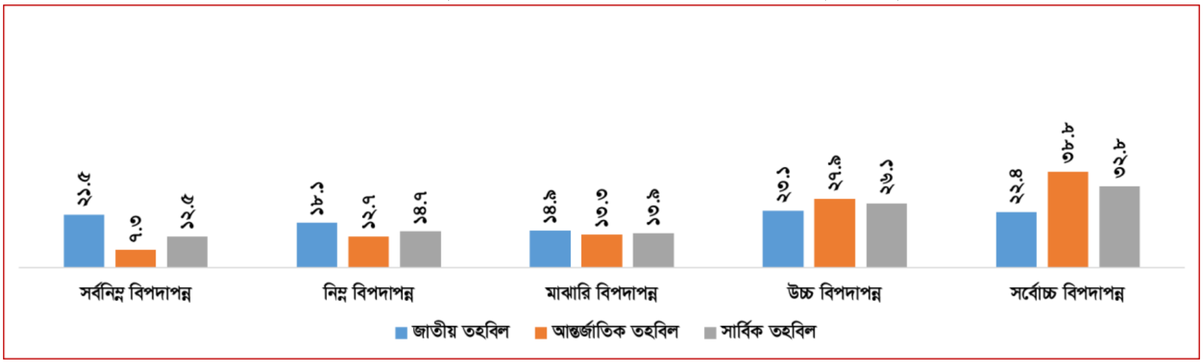

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

জাতীয় তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিপদাপন্ন এলাকার বরাদ্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকলেও আন্তর্জাতিক তহবিলে পরিস্থিতি ভিন্ন। আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে সর্বনিম্ন বিপদাপন্ন জেলায় বরাদ্দ ছিল ৭.৩ শতাংশ, যেখানে নিম্ন (১২.৭ শতাংশ), মাঝারি (১৩.৩ শতাংশ), উচ্চ (২৭.৯ শতাংশ) ও সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন (৩৮.৮ শতাংশ) জেলাগুলোতে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে

বেশি। ফলে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দ বিপদাপন্নতার মাত্রা বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে বেশি সংগতিপূর্ণভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা জাতীয় তহবিলের বরাদ্দের কাঠামোর সাথে তুলনামূলক সংগতিপূর্ণ (**চিত্র ৯**)।

৩.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে অধিক বিপদাপন্ন জেলায় কম গুরুত্ব প্রদান

জাতীয় তহবিলের বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অধিক বিপদাপন্ন জেলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিপদাপন্ন জেলাগুলো অধিক বরাদ্দ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম জেলার বিপদাপন্নতার ধাপ নিম্ন (বিপদাপন্নতা স্কোর ০.৪৬) হওয়া সত্ত্বেও সর্বোচ্চ ৪১.৬৭ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, সর্বনিম্ন বিপদাপন্ন জেলা ঢাকা পেয়েছে ২২.৯৩ মিলিয়ন ডলার। জাতীয় তহবিলের সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রথম পাঁচটি জেলার মধ্যে কোনো সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন জেলা অন্তর্ভুক্ত নয়। বিপরীতে, আন্তর্জাতিক তহবিলের বরাদ্দ বিপদাপন্নতার মাত্রার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, উচ্চ বিপদাপন্ন জেলা বরগুনা সর্বোচ্চ ৫১.৩৪ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পেয়েছে। তবে জাতীয় তহবিলে বোর্ড সদস্যদের অনৈতিক প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে চট্টগ্রাম, ভোলা ও পিরোজপুর জেলায় তুলনামূলকভাবে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় (**সারণি ৬**)।

সারণি ৬: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদাপন্নতার স্কোর এবং জেলাভিত্তিক বরাদ্দ**

জাতীয় তহবিল				আন্তর্জাতিক তহবিল			
বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পাঁচটি জেলা	বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার*)	বিপদাপন্নতার স্কোর	বিপদাপন্নতার ধাপ	বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পাঁচটি জেলা	বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার*)	বিপদাপন্নতার স্কোর	বিপদাপন্নতার ধাপ
চট্টগ্রাম	৪১.৬৭	০.৪৬	নিম্ন	**বরগুনা**	৫১.৩৪	০.৫১	উচ্চ
ভোলা	৩৩.৮৯	০.৫৩	উচ্চ	**সাতক্ষীরা**	৪৬.৭৩	০.৫১	উচ্চ
পিরোজপুর	২৪.৬৫	০.৫০	মাঝারি	**ভোলা**	৪৪.০৫	০.৫৩	উচ্চ
ঢাকা	২২.৯৩	০.৪৪	সর্বনিম্ন	**খুলনা**	৪১.২৫	০.৫২	উচ্চ
বরিশাল	১৫.৮১	০.৫৩	উচ্চ	**পটুয়াখালী**	৩৯.৪৯	০.৫৭	সর্বোচ্চ

*১ ডলার = ৮৪.৯৭ টাকা, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

** একই প্রকল্পে জেলাভিত্তিক সমান বরাদ্দ বিবেচনা করা হয়েছে

৩.৪ জেলাভিত্তিক জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের পরিমাণের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা

মানচিত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও তহবিল বরাদ্দের (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। দেখা যায়, জাতীয় তহবিল বরাদ্দে বিপদাপন্নতার মাত্রা অনুযায়ী অর্থ বণ্টন হয়নি। কিছু কম বিপদাপন্ন জেলা যেমন চট্টগ্রাম ও ঢাকা তুলনামূলকভাবে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে (চিত্র ১০)। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে বেশি বিপদাপন্ন জেলা যেমন বরগুনা, খুলনা ও সাতক্ষীরার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে

চিত্র **১১**)। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দ বিপদাপন্নতার প্রতি বেশি সংবেদনশীল ও যৌক্তিক, যেখানে জাতীয় বরাদ্দে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

চিত্র ১০: জাতীয় তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা

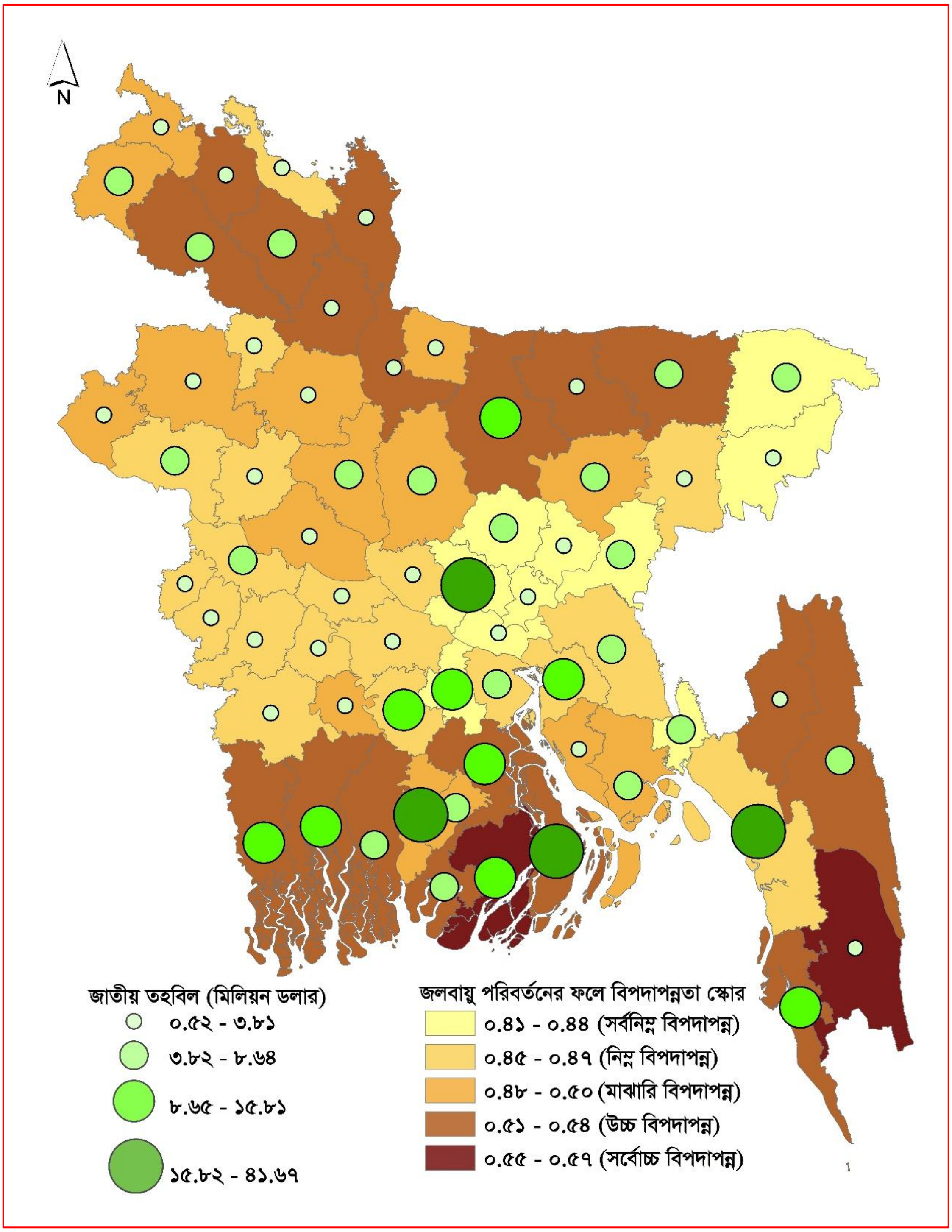

উৎস: ডাটাবেইজ বিশ্লেষণ, ২০২৪

চিত্র ১১: আন্তর্জাতিক তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা

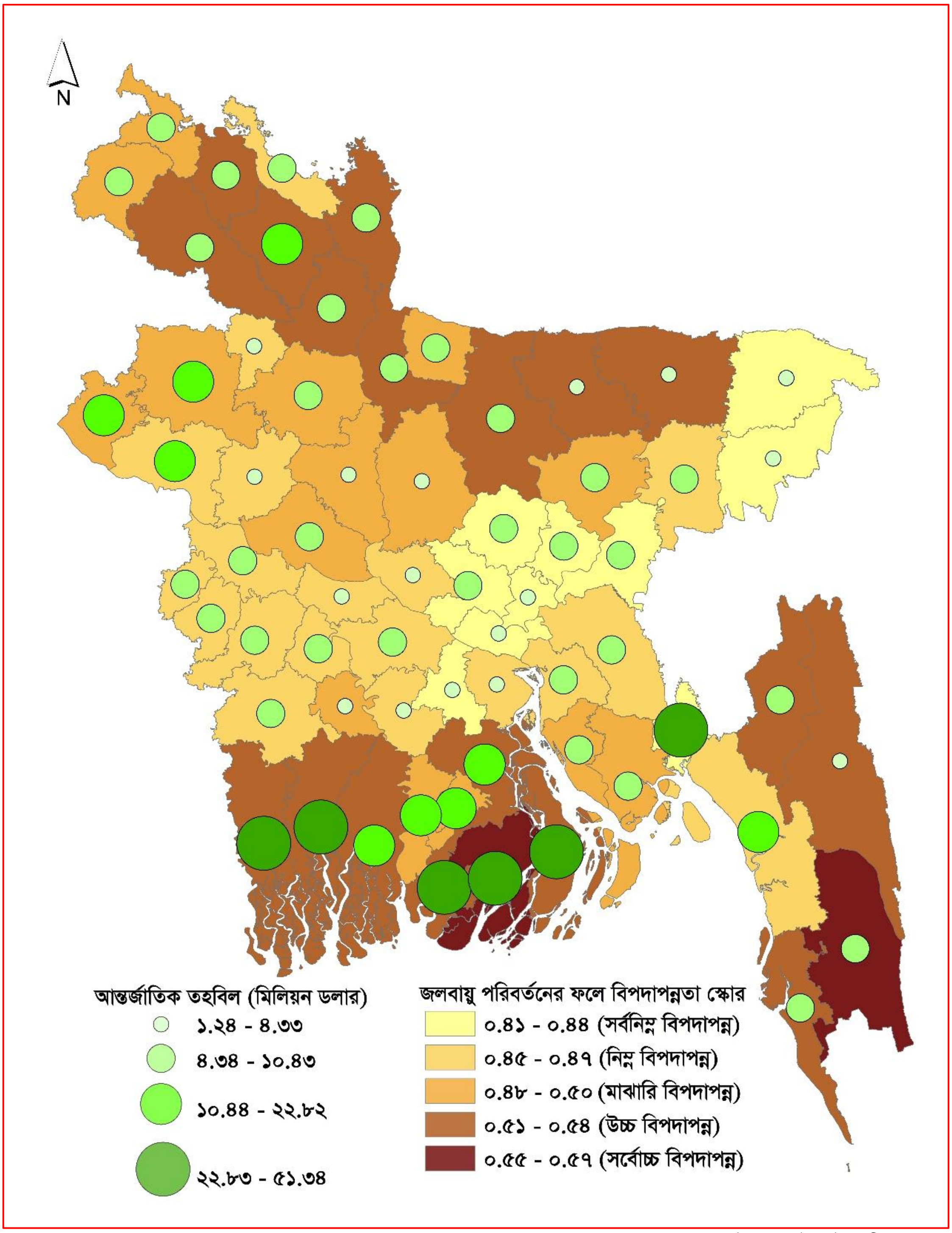

উৎস: ডাটাবেইজ বিশ্লেষণ, ২০২৪

চিত্র ১২: সার্বিকভাবে জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা

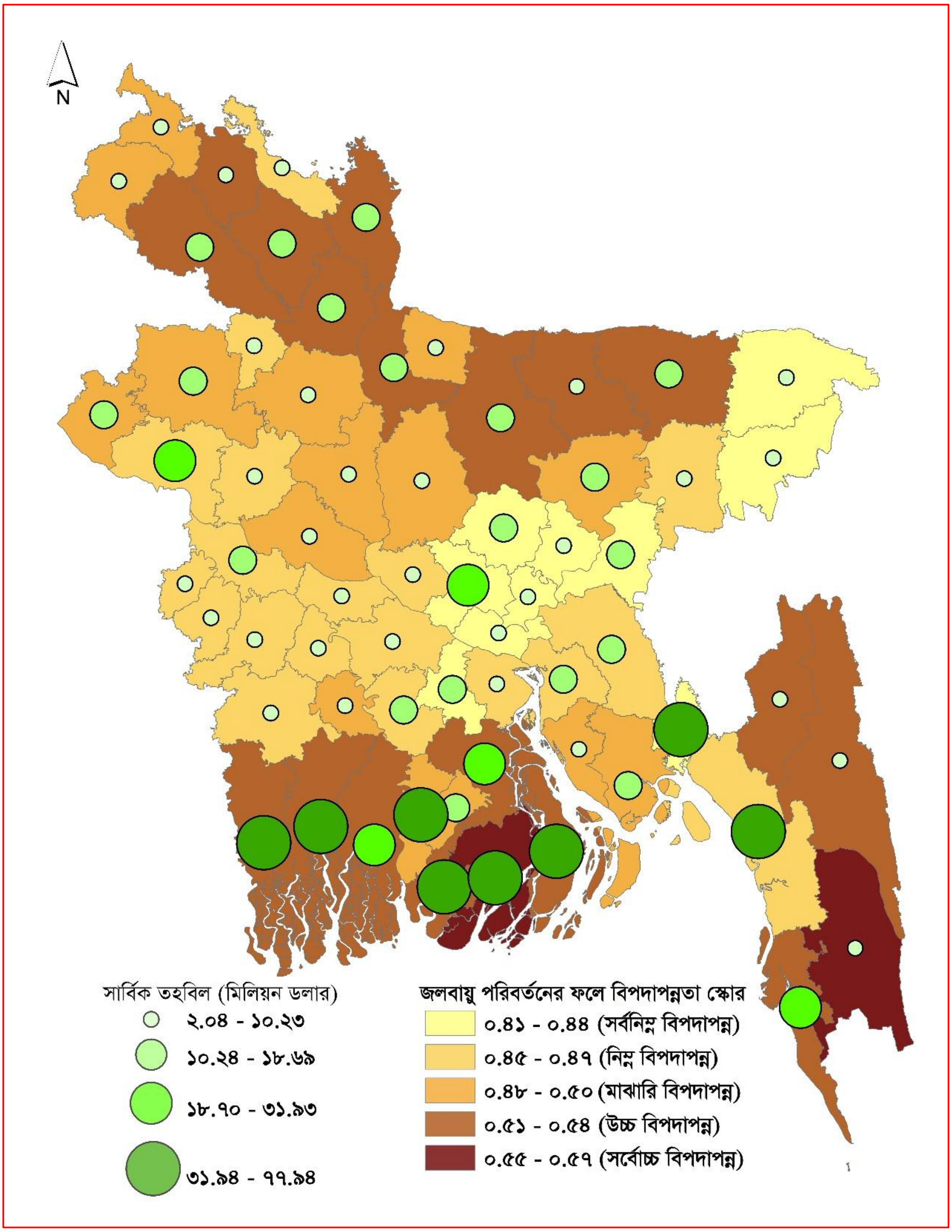

উৎস: ডাটাবেইজ বিশ্লেষণ, ২০২৪

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিলের অর্থায়ন জলবায়ু বিপদাপন্নতার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়নি (

চিত্র ১২)। বান্দরবান জেলা সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন হলেও এই জেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে কম প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং একই সাথে বরাদ্দও হয়েছে কম। অপরদিকে, ঢাকা জেলার বিপদাপন্নতা সর্বনিম্ন হলেও প্রকল্প ও তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ অধিক।

৩.৫ জেলাভিত্তিক জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যার ভিত্তিতের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা

মানচিত্রে (**চিত্র ১৩**) দেখা যায়, জাতীয় তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা অনুযায়ী হয়নি। কম বিপদাপন্ন জেলাগুলো বেশি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প তুলনামূলকভাবে বেশি বিপদাপন্ন জেলাগুলোর জন্য অনুমোদন করা হয়েছে (**চিত্র ১৪**)। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিপদাপন্নতা অনুযায়ী করা হয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা যায় যে, উপকূলীয় জেলা যেমন, বরগুনা, পটুয়াখালী, খুলনা ও সাতক্ষীরায় অধিক প্রকল্প অনুমোদন করা হলেও উত্তরাঞ্চলের খরা ও বন্যা আক্রান্ত উচ্চ বিপদাপন্ন জেলায় (যেমন কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, জামালপুর) তুলনামূলক কম প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (

চিত্র ১৫)।

চিত্র ১৩: জাতীয় তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা

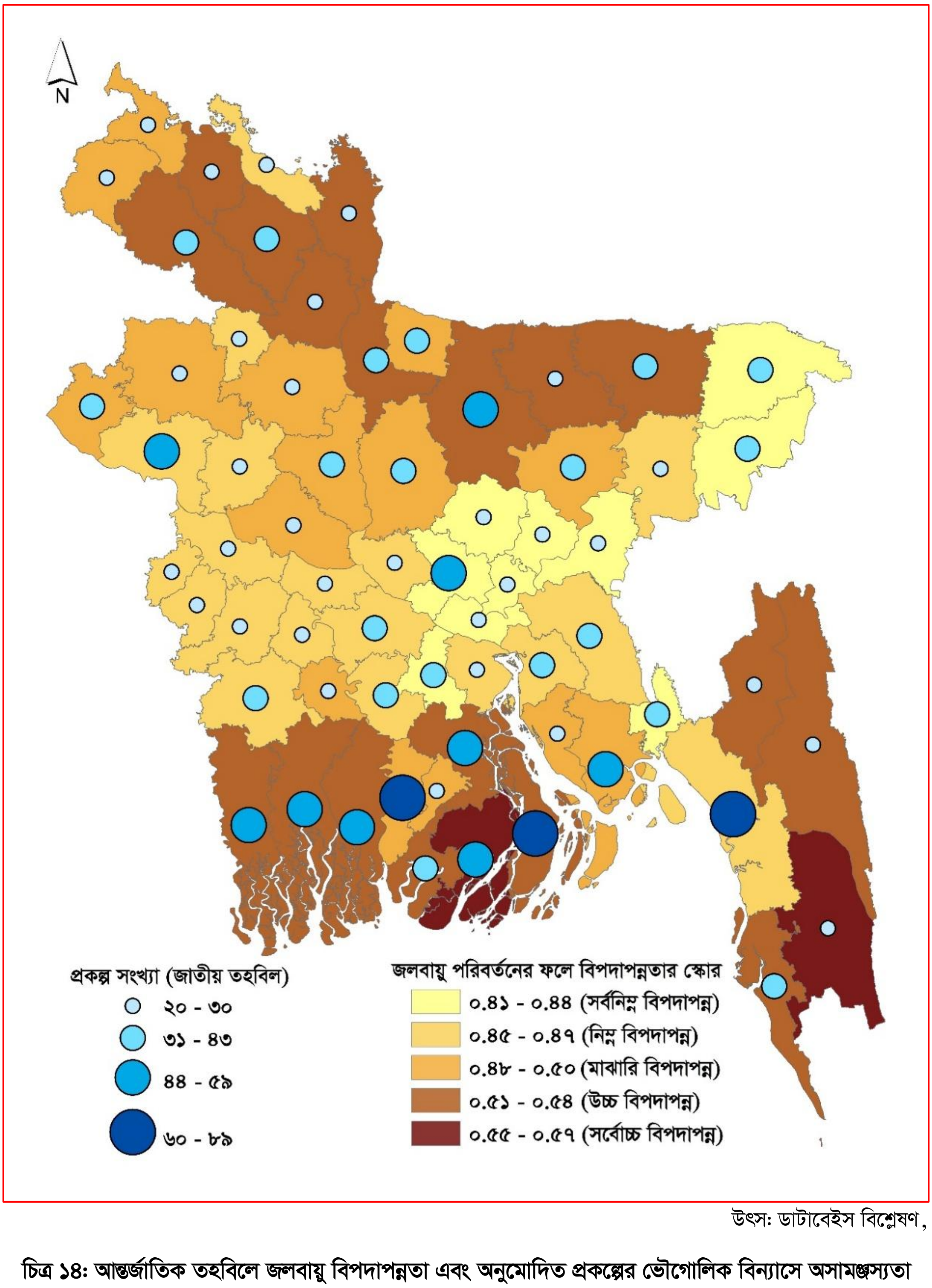

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

চিত্র ১৪: আন্তর্জাতিক তহবিলে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা

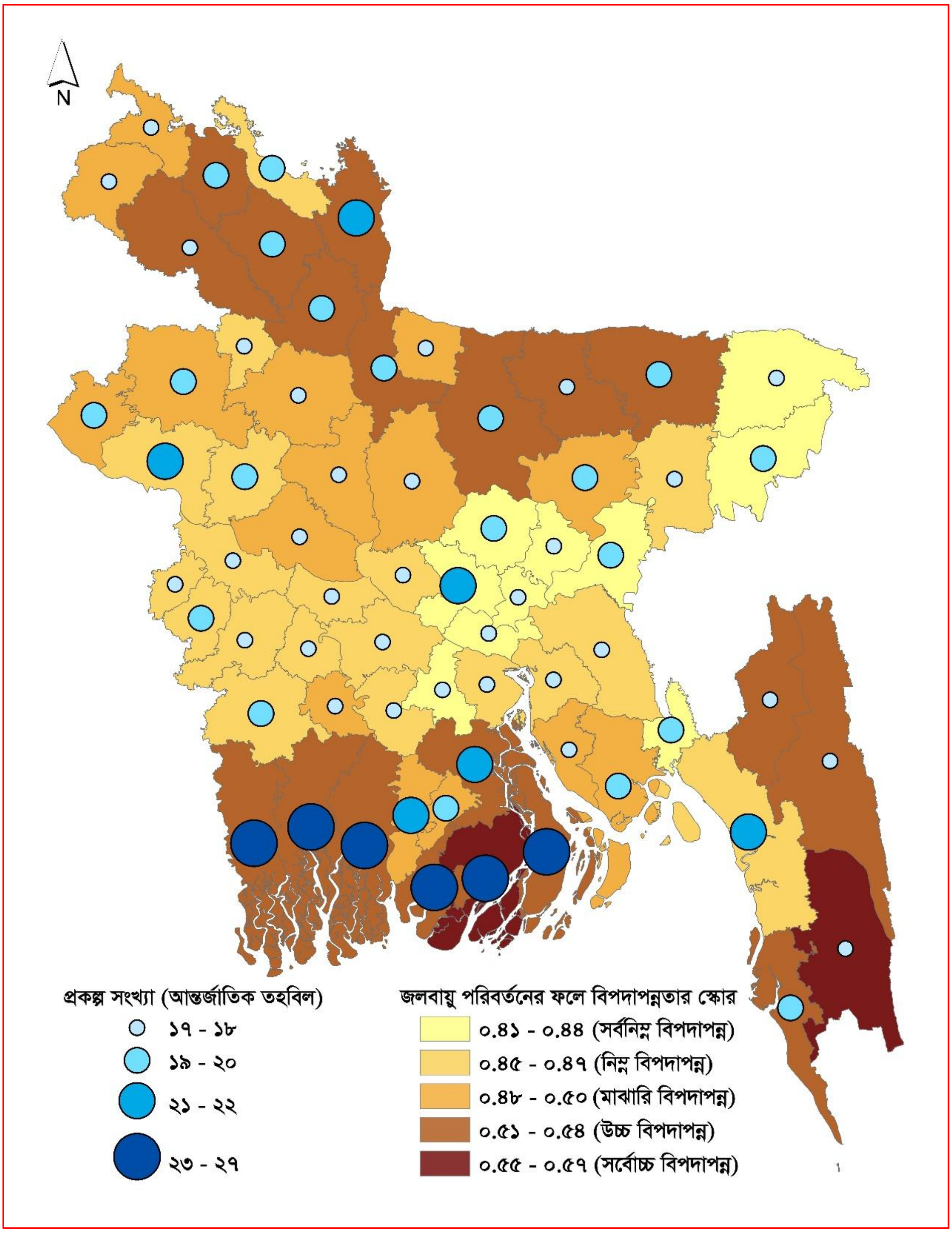

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

চিত্র ১৫: সার্বিকভাবে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা

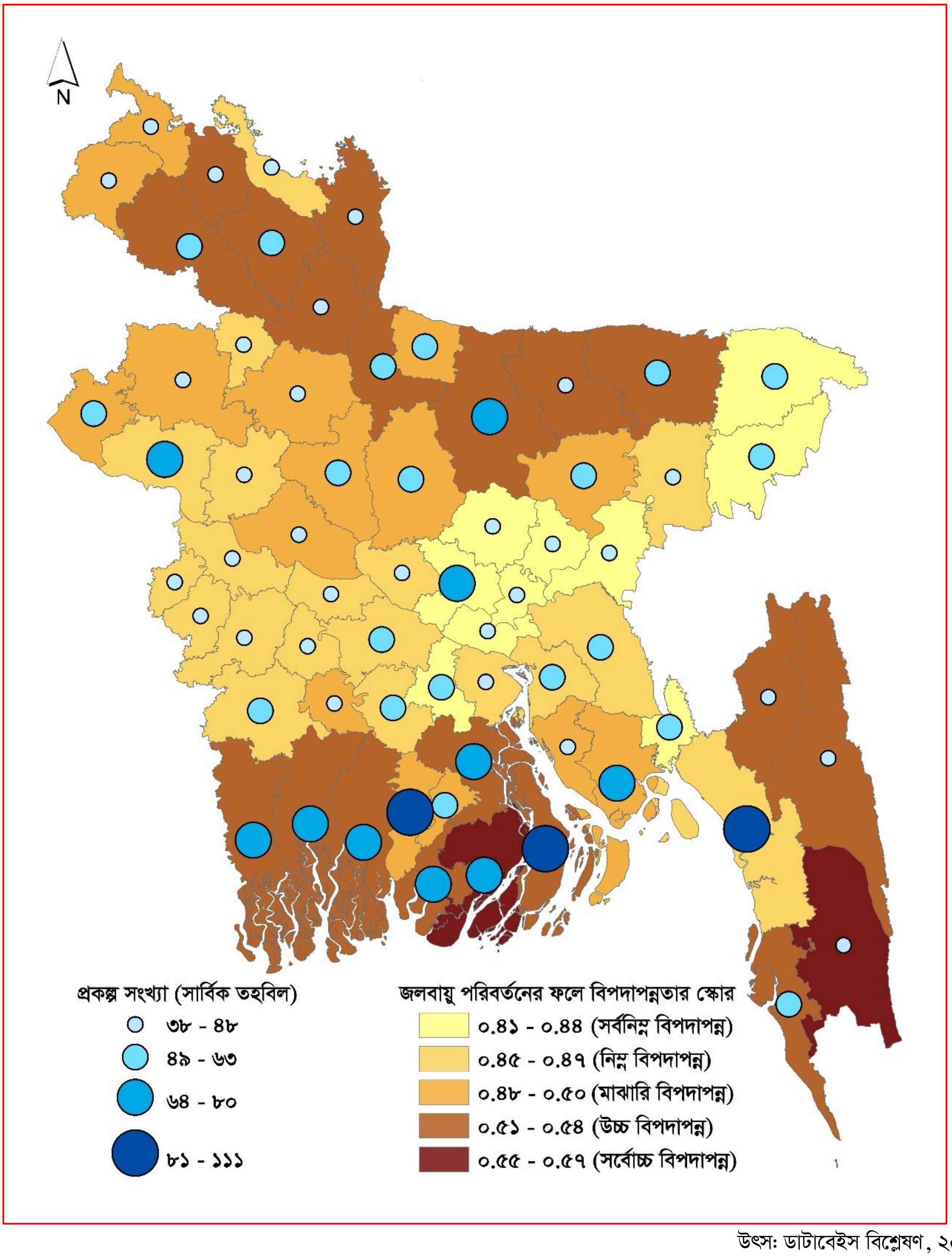

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৩.৬ বিপদাপন্নতা বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দে অসংগতি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ঝুঁকি হ্রাস করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা রক্ষায় বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা।[৫২] কিন্তু বরাদ্দের ক্ষেত্রে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এমনকি, জুলাই ৪, ২০২৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বিসিসিটি থেকে প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য কোনো গাইডলাইনও ছিল না।[৫৩] তাছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া জাতীয় জলবায়ু উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, নীতি এবং কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণ বা জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য থাকলেও প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তা মান্য করা হয়নি। জেলাভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের সাথে জেলাভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপদাপন্নতা স্কোরের (Nationwide Climate Vulnerability Assessment-NCVA)[54] সম্পর্ক (correlation) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জেলাভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও জেলাভিত্তিক ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি স্কোর এর সম্পর্কের মান জাতীয় তহবিলের ক্ষেত্রে ০.২ ও আন্তর্জাতিক তহবিলের ক্ষেত্রে ০.৪ (**সারণি ৭**)। অর্থাৎ, অর্থ বরাদ্দ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপদাপন্নতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এছাড়া, বিপদাপন্ন জেলায় তহবিল বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি।

সারণি ৭: জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সম্পর্ক (correlation*)

আন্তর্জাতিক	জাতীয়	সার্বিক
০.৪	০.২	০.৩

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

*স্পিয়ারম্যান র‍্যাংক: কোরিলেশন রেঞ্জ:

১ এর কাছাকাছি মান = জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতা মাত্রা ও অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী

০ এর কাছাকাছি মান = জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতা মাত্রা ও অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী

৩.৭ ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় তহবিল থেকে প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই। তহবিলসমূহ থেকে লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন এলাকায় লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়-সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (**চিত্র ১৬**)। একইভাবে, তহবিল থেকে বন্যা ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ নয় এমন এলাকায়ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু বন্যা ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অনেক এলাকায় কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি (

[৫২] Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)*. Ministry of Environment & Forests. Retrieved October 29, 2025, from https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Bangladesh%20Climate%20Change%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202009.pdf

[৫৩] Government of the People's Republic of Bangladesh. (2010). *Climate Change Trust Act, 2010* (Act No. LVII of 2010). Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/9f965916_24d8_4465_9fd2_b1e4bb7582f1/Climate%20Change%20Trust%20Act_2010.pdf

[৫৪] Government of the People’s Republic of Bangladesh & GIZ. (2023). Nationwide Climate Vulnerability Assessment in Bangladesh – Draft (NCVA). Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved October 29, 2025, from https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/notices/d31d60fd_df55_4d75_bc22_1b0142fd9d3f/Draft%20NCVA.pdf

চিত্র ১৮)। তাছাড়া, তহবিলসমূহ থেকে খরা প্রবণ নয় এমন জেলায় খরাসংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (

চিত্র ১৭)। সার্বিকভাবে, তহবিলগুলোতে ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি।

চিত্র ১৬: লবনাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা

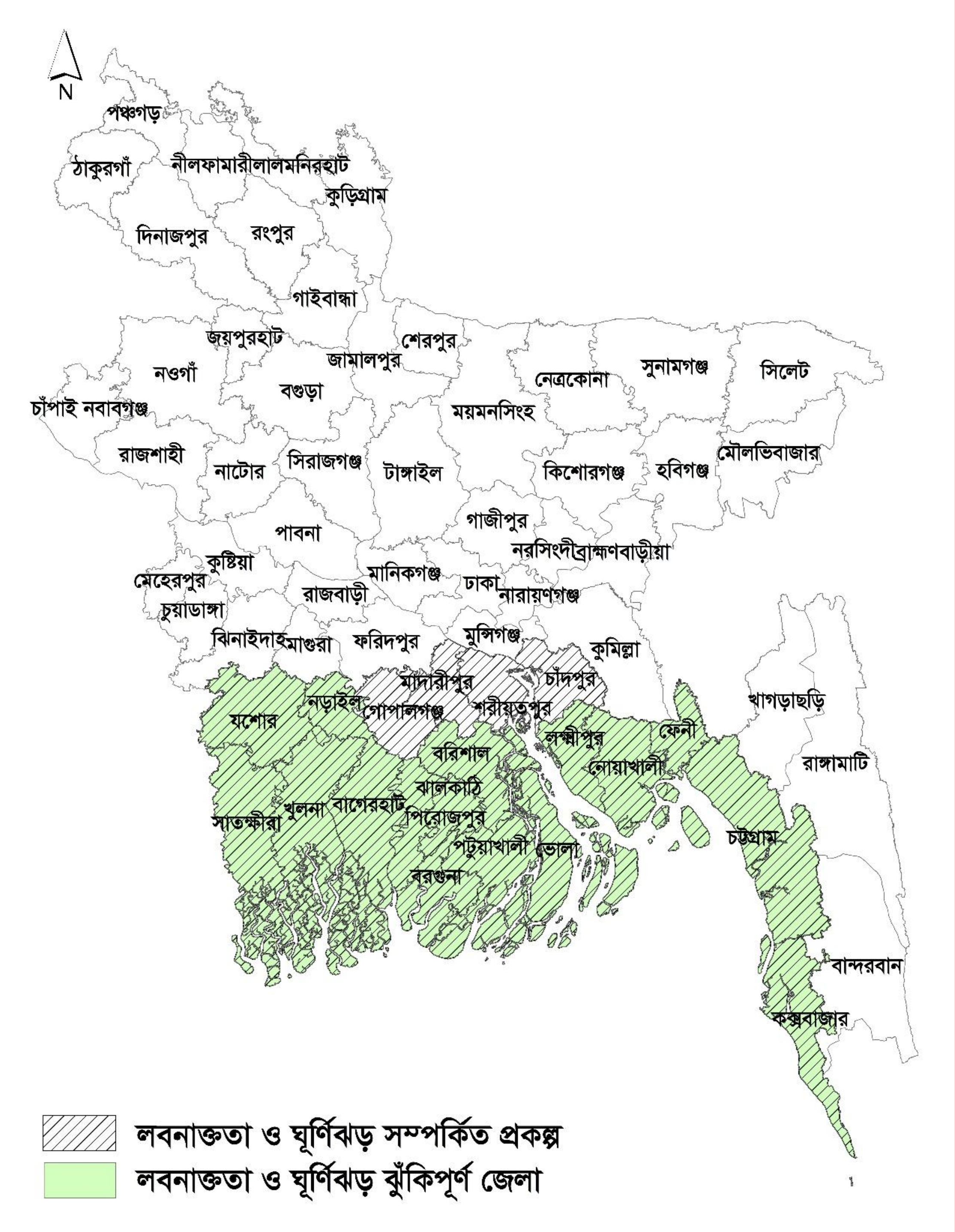

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

চিত্র ১৭: খরা ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা

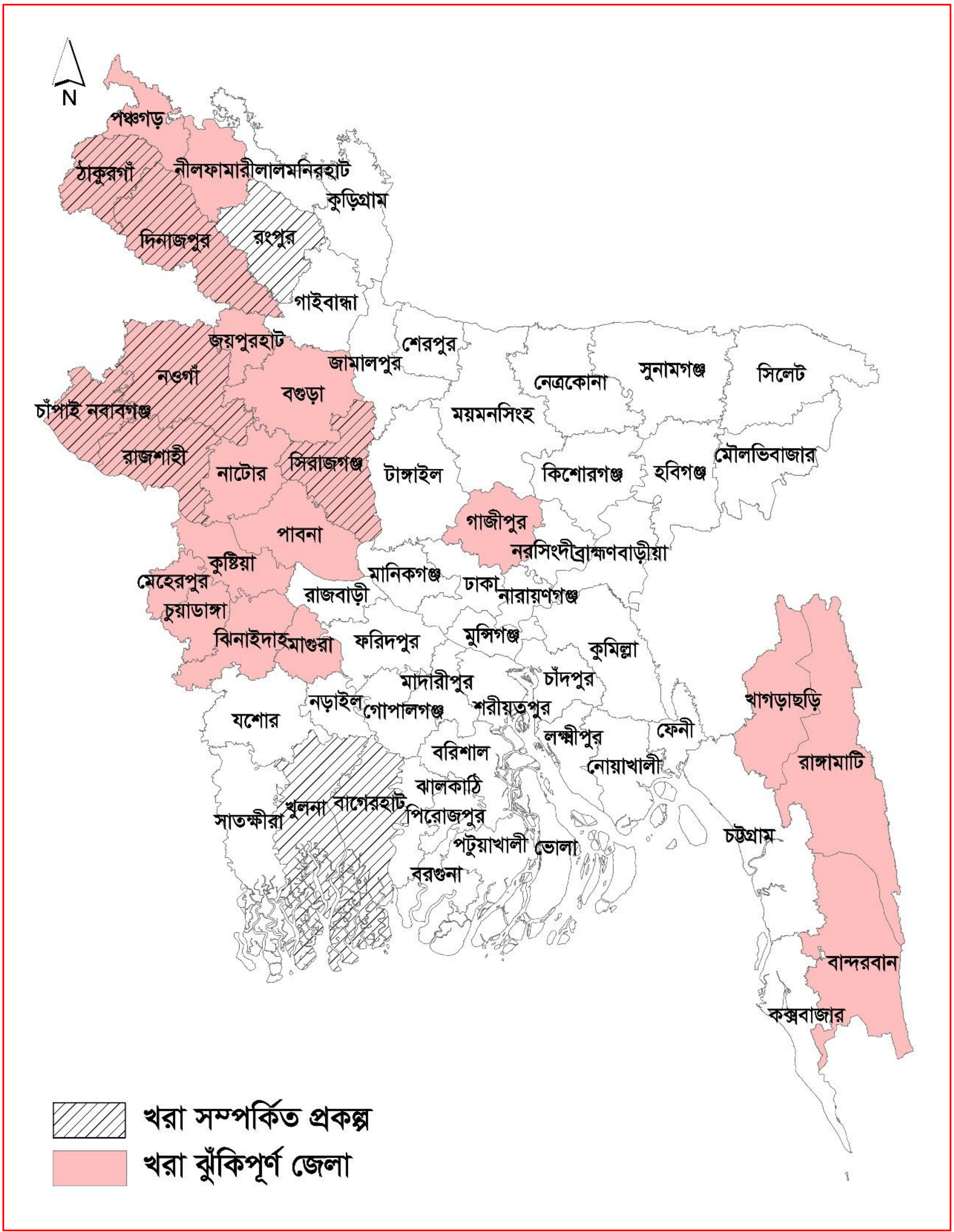

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

চিত্র ১৮: বন্যা ও আকস্মিক-বন্যা ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা

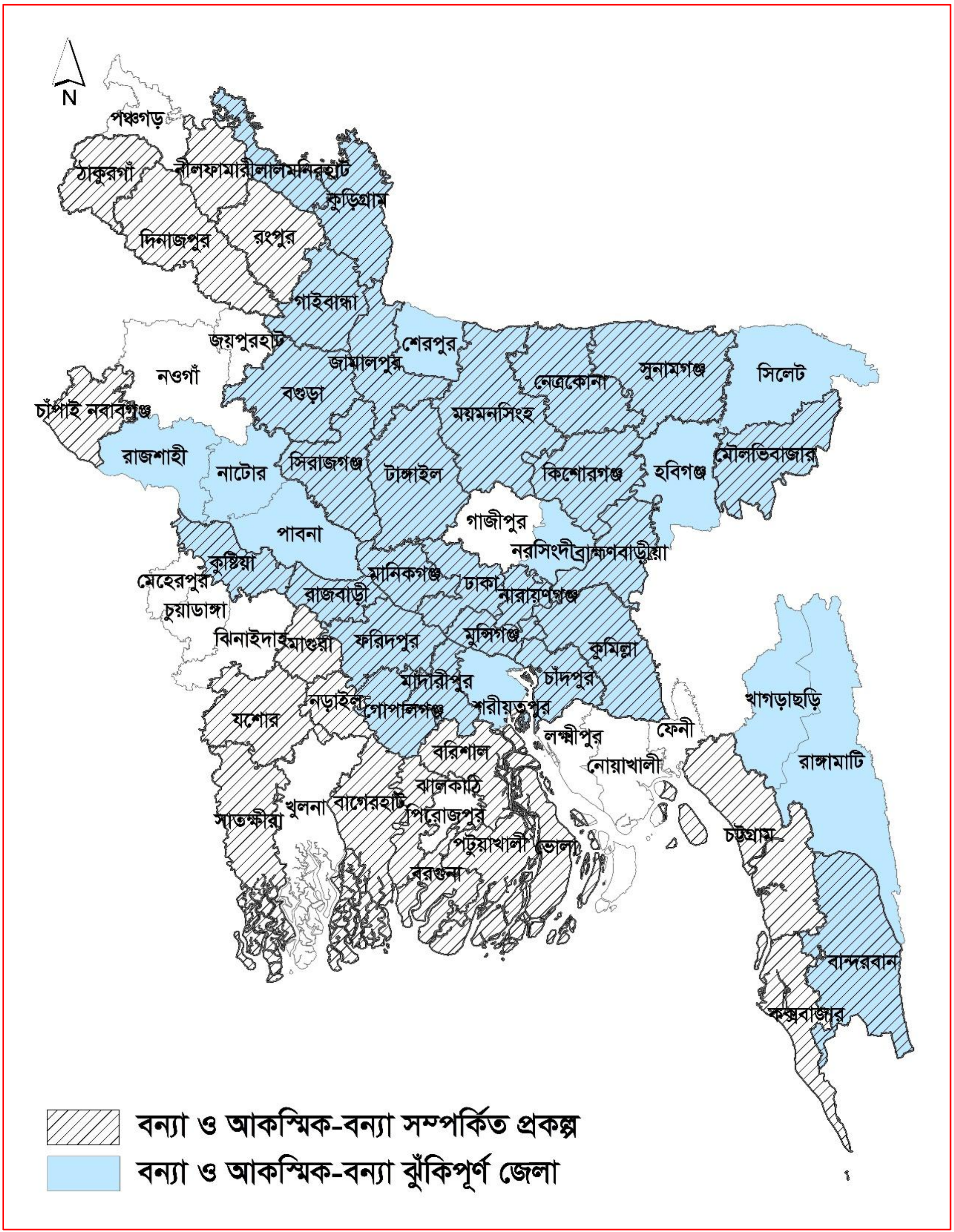

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

অধ্যায় ৪: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের কার্যকরতা

৪.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বরাদ্দ

বাংলাদেশে জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় বছরে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।[৫৫] তবে ২০১৫-২০২৩ সালের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বছরে গড়ে মাত্র ৮৬.২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ হয়েছে, যা প্রতি বছরের প্রয়োজনের মাত্র ০.৭ শতাংশ। এই বিপুল অর্থায়ন ঘাটতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় অভিযোজনমূলক উদ্যোগসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি কমাতে পর্যাপ্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। আন্তর্জাতিক তহবিলের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪৩.৮ শতাংশ হলেও, এটি ঝুঁকি, ক্ষয়ক্ষতি ও অভিযোজনের বাস্তব চাহিদার তুলনায় কম। পাশাপাশি, জাতীয় জলবায়ু তহবিল (বিসিসিটি) থেকে অনুমোদিত অর্থ বরাদ্দ গড়ে ৮.২ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। সার্বিকভাবে, টেকসই অভিযোজন ও প্রশমন উদ্যোগসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংকুলানে চ্যালেঞ্জ প্রতীয়মান।

চিত্র ১৯: জাতীয়* ও আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার*)

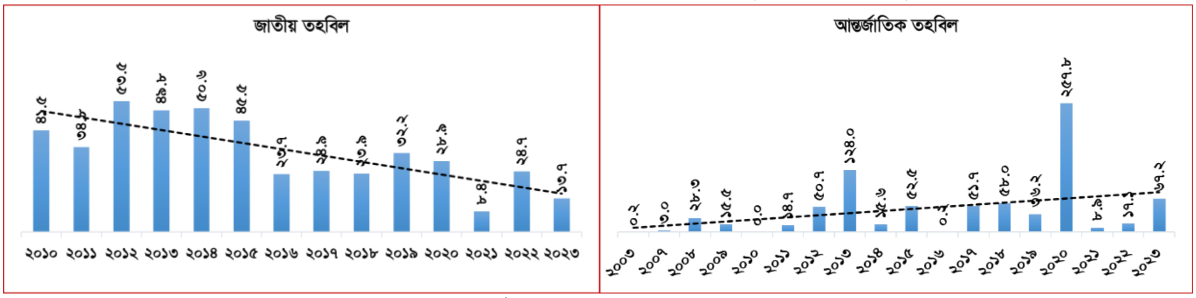

*২০২৪ সাল শেষ না হওয়ায় চিত্রে উল্লেখ করা হয়নি (অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ) উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
*১ ডলার = ৮৪.৯৭ টাকা, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯

৪.২ আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে জলবায়ু খাতে ঋণের প্রাধান্য

ন্যায্যতা, দায়িত্ব বণ্টনের নীতি, ও ‘পলুটার্স-পে-প্রিন্সিপাল’ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুদানভিত্তিক জলবায়ু তহবিল প্রদানে জোর দেওয়া হলেও[৫৬,৫৭] আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে বাস্তবে বাংলাদেশকে তুলনামূলক অধিক ঋণ নিতে হয়েছে।[৫৮] উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বাংলাদেশের জন্য অনুমোদিত জলবায়ু অর্থের ৪৩.৬ শতাংশ ঋণ (**চিত্র ২০**)। তাছাড়া, বাংলাদেশ জলবায়ু খাতে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক ঋণগ্রহীতা দেশ। সার্বিকভাবে, দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু খাতে ঋণ গ্রহণের হার ভারতে ৪৫.৯ শতাংশ, বাংলাদেশে ২১.৫ শতাংশ এবং নেপালে ১১.১ শতাংশ। অনুদানের পরিবর্তে ঋণের আধিক্য বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করেছে।[৫৯]

---

[৫৫] World Bank. (2022). *Country and Climate Development Report: Bangladesh*. Washington, DC: World Bank. Retrieved July 20, 2025, from https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/6d66e133-e49d-5ad9-b056-7b1a6c6206ed/content

[৫৬] Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. (2022, July 18). *What is the polluter pays principle? London* School of Economics and Political Science. Retrieved July 16, 2025, from https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-polluter-pays-principle/

[৫৭] Patel, D. (2020, July 29). ‘*Common but differentiated responsibilities’: a beacon of realism*. LSE International Development Blog. Retrieved July 16, 2025, from https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2020/07/29/common-but-differentiated-responsibilities-a-beacon-of-realism/

[৫৮] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

[৫৯] Transparency International Bangladesh. (2024, May 14). *Accessing Green Climate Fund (GCF) for Vulnerable Countries like Bangladesh: Governance Challenges and Way Forward*. Dhaka, Bangladesh: Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://www.ti-bangladesh.org/images/2024/report/gcf/Full-Report-Green-Climate-Fund-En.pdf?v=1

চিত্র ২০: আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের ধরণ (শতাংশ)

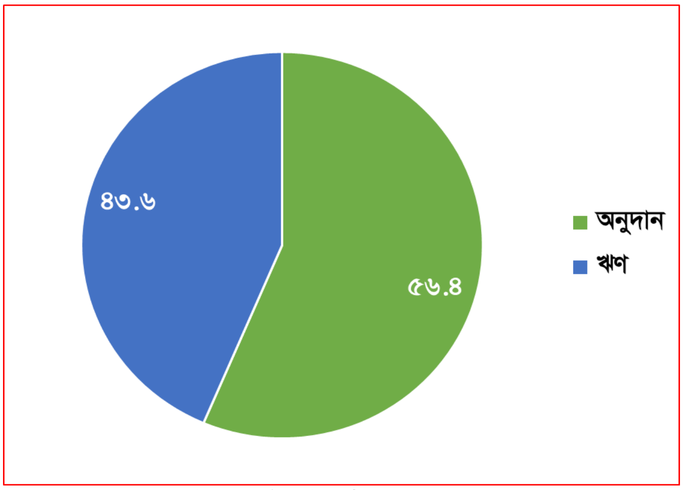

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৪.৩ প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের দীর্ঘসূত্রতা

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে ২০১০-২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৮৯১টি প্রকল্পে ৪৫৮.৫ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করা হয়েছে (**চিত্র ২১**)। অনুমোদনকৃত অর্থের ৬৩.২ শতাংশ ছাড় করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২৮৯.৭ মিলিয়ন ডলার।[৬০] সার্বিকভাবে, মোট অনুমোদনকৃত প্রকল্পের ৭৭.৭ শতাংশের (৬৯২টি প্রকল্পের) অর্থ ছাড় করা হয়েছে। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ২০০৩-২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৫১টি প্রকল্পে ৮০১.৬ মিলিয়ন ডলার (সহ-অর্থায়ন ছাড়া) অনুমোদন করা হলেও অনুমোদনকৃত অর্থের মাত্র ৩৬.৩ শতাংশ[৬১] অর্থ ছাড় করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২৯০.৯ মিলিয়ন ডলার (**চিত্র ২১**)। সার্বিকভাবে, মোট অনুমোদনকৃত প্রকল্পের ৭৪.৫ শতাংশে (৩৮টি) অর্থ ছাড় করা হয়েছে।[৬২]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় তহবিলের অর্থ ছাড়ের দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে, জাতীয় তহবিলে প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য গড়ে ৩৮৮ (n=৪০৯) দিন ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২২ দিন এবং সর্বোচ্চ ১ হাজর ৫৬১দিন ব্যয় হয়। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য সর্বনিম্ন ৩৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার ১২৮ দিন (n=১৮) ব্যয় হয়।[৬৩]

চিত্র ২১: প্রকল্পের অর্থ ছাড় (মিলিয়ন ডলার)

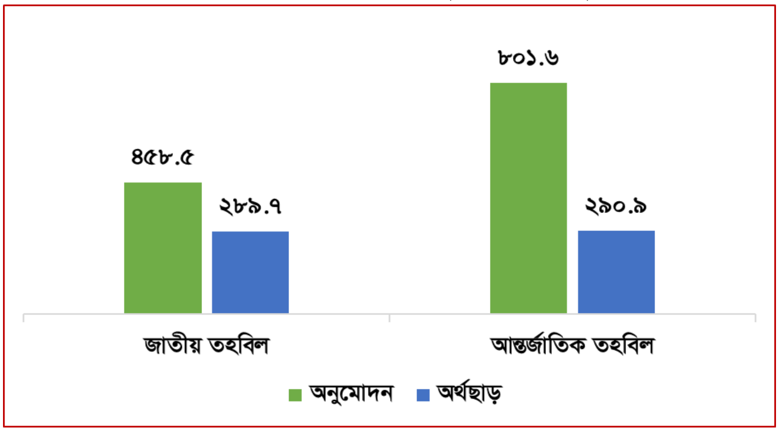

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

[৬০] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[৬১] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[৬২] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[৬৩] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৪.৪ জলবায়ু পরিবর্তনসম্পর্কিত কার্যক্রম মেইনস্ট্রিমিংয়ে ঘাটতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় উৎস থেকেই প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে। জাতীয় তহবিলের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (৬১.৬ শতাংশ), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১৬.২ শতাংশ) এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (৯.৯ শতাংশ) প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। আন্তর্জাতিক তহবিলের মোট প্রকল্পের বিবেচনায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (৪০ শতাংশ), অর্থ মন্ত্রণালয় (২২.৩ শতাংশ) এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (১৩.৩ শতাংশ) প্রকল্প পেয়েছে (**চিত্র ২২**)। অপরদিকে, প্রকল্প গ্রহণের বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য জনগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহ যেমন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ঘাটতি লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে মাত্র ০.৪ শতাংশ (৪টি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং অর্থ সংগ্রহে অনাগ্রহ রয়েছে।[৬৪] কয়েকটি মন্ত্রাণলয় জলবায়ু তহবিলের অধিকাংশ প্রকল্প গ্রহণ করায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সামঞ্জস্যতা নিশ্চিতে ঘাটতির[৬৫] পাশাপাশি জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতার ঘাটতি প্রতিয়মান হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে গৃহীত মোট ৯৪২টি প্রকল্পের ৮৬ শতাংশ তিনটি মন্ত্রণালয় (পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালায় ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়) বাস্তবায়ন করছে তাছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিবিধ জলবায়ু তহবিলে অংশগ্রহণের মাত্রা সরকারি কার্যক্রমে থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয় মেইনস্ট্রিমিংয়ের ঘাটতিও স্পষ্ট হয়। এছাড়া, জাতীয় অগ্রাধিকার এবং পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বিত উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। মন্ত্রণালয়গুলোর জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে।[৬৬] জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলো সীমিত ভূমিকা রাখায় এবং সমন্বয়ের অভাবের জলবায়ু সম্পর্কিত কার্যক্রমে মেইনস্ট্রিমিংয়ের ঘাটতি লক্ষণীয়।

চিত্র ২২: মন্ত্রণালয় ভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রকল্প অনুমোদন (শতাংশ)

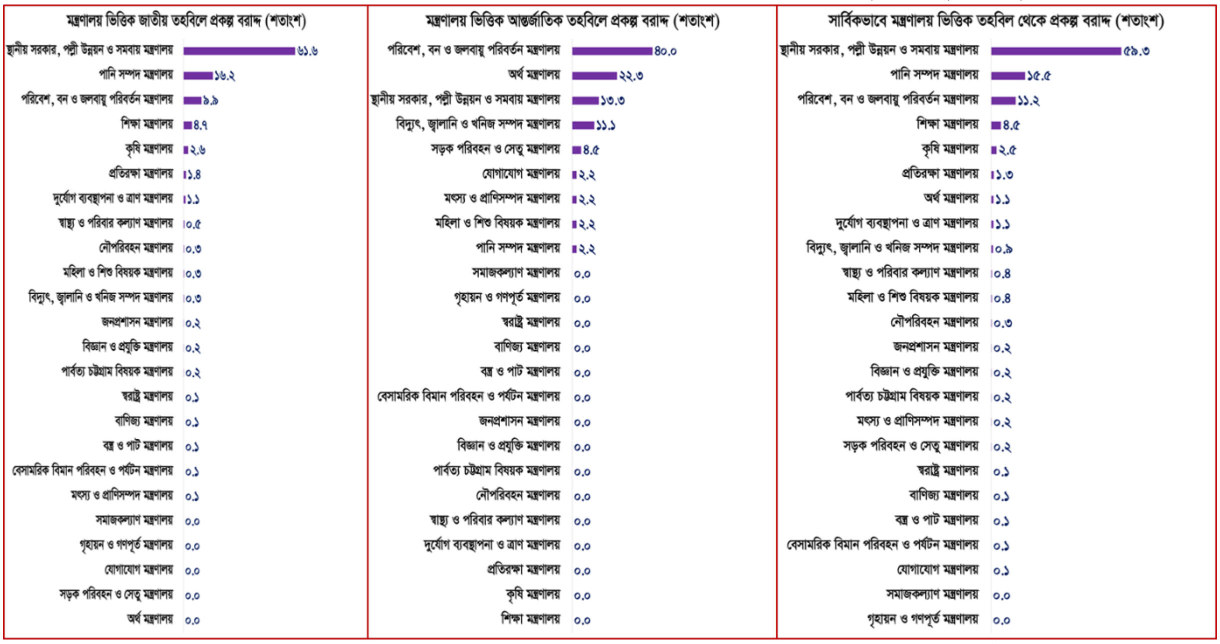

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

---

[৬৪] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)

[৬৫] Mujaffor, S. A. (2019, December 1). *Bangladesh Climate Change Trust Fund Policy: Challenges and way forward*. *Bangladesh Journal of Administration and Management, 32*(2). Bangladesh Civil Service Administration Academy. Retrieved July 20, 2025, from https://journal.bcsadminacademy.gov.bd/index.php/bjam/article/view/35

[৬৬] Mujaffor, S. A. (2019, December 1). *Bangladesh Climate Change Trust Fund Policy: Challenges and way forward*. *Bangladesh Journal of Administration and Management, 32*(2). Bangladesh Civil Service Administration Academy. Retrieved July 20, 2025, from https://journal.bcsadminacademy.gov.bd/index.php/bjam/article/view/35

৪.৫ জাতীয় তহবিল/ বিসিসিটি'র কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠিত এমন জাতীয় তহবিলে মধ্যে বিসিসিটি সর্ববৃহৎ হলেও তহবিলটি থেকে উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিতে ঘাটতির কারণে তহবিলটির কার্যকরতাও প্রশ্নবিদ্ধ। অন্যদিকে, ভারতের ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ তুলনামূলক স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক যেখানে অভিযোজন তহবিলটির কার্যক্রমকে কয়েকটি স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি মেনে পরিচালিত হতে হয়। এছাড়া, সীমিত তহবিল নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্লাইমেট ফান্ডে পরিচালিত হলেও তহবিলটি তুলনামূলক উদ্ভাবনীমূলক এবং জবাবদিহিমূলক। তহবিলের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কার্বন মার্কেট থেকে অর্থ সংগ্রহ, প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন। শুদ্ধাচার নিশ্চিতে পদক্ষেপ এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম তহবিলটিকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রশমন খাতের একটি আদর্শ তহবিলে পরিণত করেছে (সারণি ৮)।

সারণি ৮: জাতীয় তহবিল/ বিসিসিটি'র কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি

বিষয়	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড	শ্রীলঙ্কা ক্লাইমেট ফান্ড	ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (ভারত)
প্রতিষ্ঠার বছর, ধরণ, পরিমাণ	২০১০, ট্রাস্ট ফান্ড; (৪৭৬.৮ মিলিয়ন ডলার)	২০০৮, রাষ্ট্রায়ত্ত লিমিটেড কোম্পানি; (১১৫ মিলিয়ন ডলার)	২০১৫, জাতীয় অভিযোজন তহবিল; (১১৮.৯ মিলিয়ন ডলার)
আইনি এবং তত্ত্বাবধান	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট আইন, ২০১০ (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)	কোম্পানি আইন নং ৭, ২০০৭ (পরিবেশ মন্ত্রণালয়)	নিজস্ব কোনো আইন নেই (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)
তহবিলের উৎস	জাতীয় বাজেট	জাতীয় বাজেট, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন (কার্বন ট্রেডিং, দেশি এবং বিদেশী বেসরকারি বিনিয়োগ)	কেন্দ্রীয় বাজেট, রাজ্য সরকারের সহায়তা,আন্তর্জাতিক তহবিল
গভার্নেন্স কাঠামো	ট্রাস্টি বোর্ড, টেকনিক্যাল কমিটি, প্রজেক্ট স্ক্রিনিং কমিটি	বোর্ড অব ডিরেক্টরস, টেকনিক্যাল ও ফাইন্যান্স ইউনিট	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, টেকনিক্যাল স্ক্রিনিং কমিটি, রাজ্য বাস্তবায়ন সংস্থা
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ	বোর্ড অব ডিরেক্টরস এবং তৃতীয় পক্ষ যাচায়ের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ	কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত
প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়া	প্রস্তাব গ্রহণ → টেকনিক্যাল মূল্যায়ন → বোর্ড অনুমোদন → বাস্তবায়ন সংস্থা	প্রকল্প জমা → কার্বন ম্যানেজম্যান্ট→ প্রকলপ যাচাই → প্রকল্প নিবন্ধন (সমস্যা থাকলে পরিমার্জন করা) → তৃতীয় পক্ষ যাচাই → ক্রেডিট ইস্যু → চূড়ান্ত অনুমোদন	রাজ্য স্তরে প্রস্তাব প্রস্তুত → গড়উঋঈঈ তে জমা → বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন → অনুমোদন ও বাস্তবায়ন
পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন	সীমিত প্রকল্প পরিবীক্ষণ, বার্ষিক অনিয়মিত নিরীক্ষা, অডিট, অনিয়মিত রিপোর্টিং	নিয়মিত বার্ষিক নিরীক্ষা, আর্থিক রিপোর্ট ও কার্বন ট্রেডিং হিসাব প্রযুক্তিনির্ভর ও ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন তহবিলের কার্যকর ট্র্যাকিং ব্যবস্থা	নিয়মিত নিরীক্ষা, প্রকল্পভিত্তিক রিপোর্টিং তহবিলের কার্যকর ট্র্যাকিং ব্যবস্থা (অনলাইন) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা
স্বচ্ছতা	তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত নথি উন্মুক্ত নয়; প্রকল্পভিত্তিক ব্যয় প্রকাশ করা হয় না	তহবিল, প্রকল্প প্রস্তাব ও ব্যয়ের নথি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশ যাচাই-বাছাইকৃত মাঠ পর্যায়ের তথ্য পকাশ	তহবিল, প্রকল্প প্রস্তাব ও ব্যয়ের নথি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশ

উৎস: বিসিসিটি (২০২৫); শ্রীলঙ্কা ক্লাইমেট ফান্ড (২০২৫); ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (২০২৫)

৪.৬ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে ব্যর্থতা

জাতীয় তহবিলের প্রাথমিকভাবে স্বল্প মেয়াদের প্রকল্প অনুমোদন করা হলেও তা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। জাতীয় তহবিল থেকে গৃহীত প্রকল্পগুলো সাধারণত এক থেকে তিন বছর মেয়াদের হলেও অধিকাংশ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমন ৮৯১টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৪৯টি (৬১.৬ শতাংশ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৬৭] অনুমোদনকৃত প্রকল্পের মেয়াদ গড়ে ৬৪৮ দিন, যা

[৬৭] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৫১৫ দিন করা হয়। এক্ষেত্রে, প্রকল্পের গড় মেয়াদ ৮৬৭ দিন (১৩৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৬৮] কিছু প্রকল্পের মেয়াদ অধিক বৃদ্ধি করা হয়েছে, উদাহরণসরূপ একটি ৪ বছর মেয়াদের প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৪ বছর ব্যয় হয়েছে। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পসমূহ প্রাথমিকভাবে স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদি হলেও তা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান। ৫১টি প্রকল্পের মধ্যে ২১টি (৪১.২ শতাংশ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৬৯] অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর গড় মেয়াদ ১,৯৫৮ দিন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ৯৭৮ দিনে নির্ধারিত হয়েছে অর্থাৎ গড়ে ১ হাজার ০২০ দিন বা ৫২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় তহবিলভুক্ত চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৪৫.০ শতাংশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক তহবিলভুক্ত প্রকল্পের তুলনায় সামান্য বেশি (৪২.৯ শতাংশ)। অন্যদিকে, জাতীয় তহবিলের সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৭২.৫ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক তহবিলের সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৪৮.০ শতাংশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে (**চিত্র ২৩**)।

চিত্র ২৩: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি (শতাংশে)

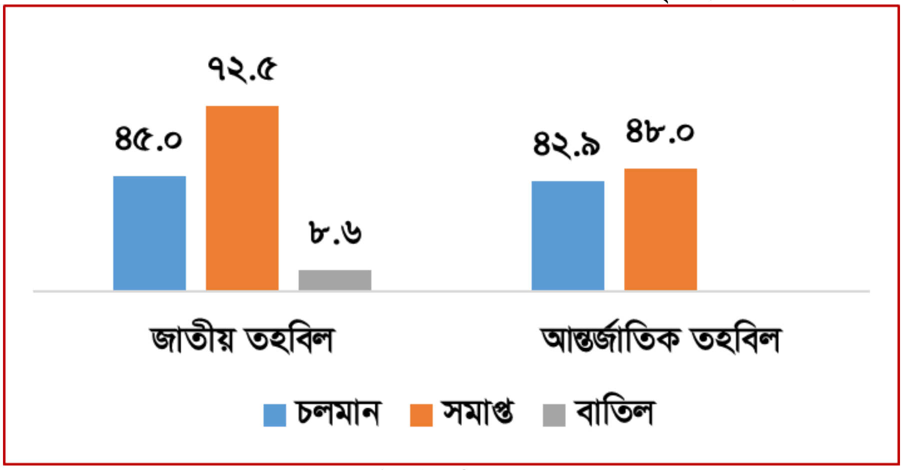

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

জাতীয় তহবিলের চলমান প্রকল্পগুলোর মেয়াদ গড়ে ১ হাজার ১১৭ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন ১৮২ দিন, সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৯২৮ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে গড়ে ৭৯৬ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন ৩০ দিন, সর্বোচ্চ ২ হাজার ৫৫৭ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া, বাতিলকৃত প্রকল্পগুলোর মেয়াদও গড়ে ৮৭২ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন ৩৬৫ দিন এবং সর্বোচ্চ ১ হাজার ১৫৭ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে (**সারণি ৯**)। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের চলমান প্রকল্পগুলোর মেয়াদ গড়ে ১ হাজার ১৫০ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন ৩৭৮ দিন এবং সর্বোচ্চ ৩ হাজার ১০৬ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে গড়ে ৯২৩ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন ২৯২ দিন এবং সর্বোচ্চ ১ হাজার ৮২৬ দিন পযন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে (**সারণি ৯**)।

সারণি ৯: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (দিন)

জাতীয় তহবিল				আন্তর্জাতিক তহবিল			
প্রকল্পের অবস্থা	দিন*			প্রকল্পের অবস্থা	দিন*		
	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ		গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
চলমান	১,১১৭	১৮২	৩,৯২৮	চলমান	১,১৫০	৩৭৮	৩,১০৬
সমাপ্ত	৭৯৬	৩০	২,৫৫৭	সমাপ্ত	৯২৩	২৯২	১,৮২৬
বাতিল	৮৭২	৩৬৫	১,১৫৭				

*পূর্ণ সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

[৬৮] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[৬৯] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

অধ্যায় ৫: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে জবাবদিহি

৫.১ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র প্রকল্প পরিবীক্ষণে ঘাটতি

বিসিসিটি'র নীতি অনুসারে, প্রতিটি প্রকল্প নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প সমাপ্তির পর মূল্যায়নের বিধান রয়েছে।[৭০] তবে ২৪.৩ শতাংশ প্রকল্প বিসিসিটি পরিবীক্ষণ করেনি।[৭১] শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণে বিসিসিটির জনবলের অভাবসহ সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান। প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য দুই জন কর্মকর্তা রয়েছে। বিসিসিটি ছয়টি থিমেটিক ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও এ সকল প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন তদারকি, ও পরিবীক্ষণের জন্য কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।[৭২] বিসিসিটিতে অবকাঠামো ও কারিগরি বিষয় যেমন প্রকৌশল, কৃষি, গবেষণা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সম্পন্ন জনবল নেই।[৭৩] প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতির আলামত ও অভিযোগ থাকলেও প্রতিবেদনে এসবের প্রতিফলন নেই। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থের চাহিদাপত্রের বিপরীতে, ক্ষেত্রবিশেষে, গতানুগতিক মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদনের (ভৌত অগ্রগতি, কাজের মান) ভিত্তিতে অর্থ ছাড় করা হয়। পরিবীক্ষণের জন্য পরিবীক্ষণ ছকসমূহ থাকলেও তা ব্যাপকভিত্তিক নয় এবং রিপোর্টগুলো সংক্ষিপ্ত ও গতানুগতিক। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতা এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রকৃত ফলাফল উঠে আসে না। বিসিসিটি'র বিভাগভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক অফিস না থাকায় ঢাকা থেকে সকল প্রকল্প কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয় না।[৭৪]

সারণি ১০: বিসিসিটি'র অর্থ ছাড়কৃত প্রকল্পের পরিবীক্ষণ

প্রকল্প পরিবীক্ষণ	শতকরা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়
বিসিসিটি	৭৫.৭	১	১২	১.৯

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৫.২ আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প পরিবীক্ষণের ঘাটতি

বিসিসিআরএফ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে কোন আন্তর্জাতিক তহবিলের নিজস্ব প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নেই (**সারণি ১১**)। এক্ষেত্রে, তারা যেমন জিসিএফ নিজে প্রকল্প পরিবীক্ষণ করেনা-এক্ষেত্রে এনআইই বা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবীক্ষণের উপর নির্ভর করে। পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এবং তহবিল প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান আছে।

---

[৭০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৪, ৬ জুলাই)। *জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত, ২০২৪)*। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রাপ্তির তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, সূত্র: https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-05-00-1c4f1de5efec95233a93730d30b09fae.pdf

[৭১] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

[৭২] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2024). *Evaluation of 45 projects implemented by different agencies funded by BCCT* [Evaluation report]. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 16, 2025, https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/8b8aa20c_0a58_449b_ae5f_ad7738a26c1e/2024-12-31-17-45-524580f7f866bc81f79101bc7effd073.pdf

[৭৩] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2024). *Evaluation of 45 projects implemented by different agencies funded by BCCT* [Evaluation report]. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 16, 2025, https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/8b8aa20c_0a58_449b_ae5f_ad7738a26c1e/2024-12-31-17-45-524580f7f866bc81f79101bc7effd073.pdf

[৭৪] মুখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)

সারণি ১১: তহবিলসমূহের প্রকল্পের নিজস্ব পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

নীতি ও নির্দেশিকা	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
তহবিল প্রদানকারী সংস্থা	p	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p

* আংশিক আছে বলতে সীমিত মাত্রায় অংশগ্রহণ ✓ =আছে, p= আংশিক আছে*, X =নেই

৫.৩ জাতীয় তহবিলের প্রকল্প নিরীক্ষার ঘাটতি

বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় সরকারি অর্থ ব্যয় এবং সরকারের সব উন্নয়ন প্রকল্পের নিরীক্ষা করলেও বিসিসিটি'র প্রকল্পগুলো নিয়মিত নিরীক্ষা করা হয়না। ২০১৫ সালে একটি প্রকল্পের নিরীক্ষা সম্পাদন হলেও আর কোনো প্রকল্প নিরীক্ষা হয়নি।[৭৫]

৫.৪ জাতীয় তহবিলের প্রকল্প মূল্যায়নের ঘাটতি

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি)-এর আওতায় সারা দেশে চলমান ও শেষ হওয়া সব প্রকল্পের তদারকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করলেও বিসিসিটি'র প্রকল্পগুলো নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন করেনা। শতভাগ প্রকল্পের মূল্যায়ন না করে নমুনাভিত্তিক স্বল্পসংখ্যক প্রকল্পের মূল্যায়ন করে। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) অথবা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু প্রকল্প মূল্যায়নের নির্দেশনা থাকলেও তা কার্যকরভাবে[৭৬] এবং নিয়মিত সম্পাদন করা হয়নি। অধিকাংশ প্রকল্পের তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের ঘাটতি বিদ্যমান। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৫৮৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে ৯০টির (১৫.৪ শতাংশ) সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।[৭৭,৭৮] বাকি ৪৯৫টি (৮৪.৬ শতাংশ) সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব যাচাই করা হয়নি। নমুনাভিত্তিক স্বল্পসংখ্যক ভালো প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত, এবং ক্ষেত্রবিশেষে, আংশিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের ফলাফলের টেকসই নিশ্চিত এবং ভ্যালু ফর মানিসহ সার্বিক মূল্যায়নের জবাবদিহি ও কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

৫.৫ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র জবাবদিহির ঘাটতি

৫.৫.১ তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিসিসিটি'র প্রশ্নবোধক ভূমিকা

তহবিলটি ব্যবস্থাপনায় বিসিসিটি'র দায়িত্ব ও ভূমিকা সুস্পষ্ট নয়। তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তির শর্ত নির্ধারণ এবং সেই অনুসারে কার্যক্রম নিশ্চিতে বিসিসিটির কোনো ভূমিকা নেই।[৭৯] প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগ ও কার্যাদেশ প্রদান, শর্ত অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন, কাজের মান নিশ্চিত, প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত নথিসহ আর্থিক ও কারিগরি প্রতিবেদন বিষয়ে বিসিসিটির কাছে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কোন জবাবদিহিতা নেই।[৮০]

---

[৭৫] Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG). (2020). *Audit report on the Bangladesh Climate Change Trust Fund for the fiscal year 2016–2017*. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. Retrieved July 20, 2025, from https://www.cag.org.bd/storage/app/media/reports/9579ee9368926a7bc3b7f4944bb941ca.pdf

[৭৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৪, ৬ জুলাই)। *জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত, ২০২৪)*। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রাপ্তির তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, সূত্র: https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-05-00-1c4f1de5efec95233a93730d30b09fae.pdf

[৭৭] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

[৭৮] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2024). *Evaluation of 45 projects implemented by different agencies funded by BCCT* [Evaluation report]. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 16, 2025, https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/8b8aa20c_0a58_449b_ae5f_ad7738a26c1e/2024-12-31-17-45-524580f7f866bc81f79101bc7effd073.pdf

[৭৯] মুখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)

[৮০] মুখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)

৫.৫.২ নথি ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে ঠিকাদার নিয়োগ ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নথি এবং প্রকল্প নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিসিসিটিকে সরবরাহ করতে হয় না। এ সকল দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার এবং তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি'র কোনো দায়িত্ব না থাকার দাবি করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ২০০৯ সালে তহবিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এসংক্রান্ত কোনো তথ্য বিসিসিটি সংগ্রহ করেনি, এবং এসংক্রান্ত কোনো তথ্য বিসিসিটি'র কাছে নেই। ফলে তহবিল ও এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের কোন প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ভান্ডার এবং তা আদান প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

৫.৬ তহবিল বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)

জাতীয় তহবিলের কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান আছে। বিশেষ করে, প্রকল্প প্রস্তাব (কারিগরি এবং আর্থিক), প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না। অন্যদিকে, ১২টি তহবিলের মধ্যে মাত্র ৫টি আন্তর্জাতিক তহবিল ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত রিপোর্ট করে। কিছু তহবিল (যেমন সিটিএফ, পিপিসিআর, এসআরইপি) তাদের কার্যক্রমের আংশিক তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জিসিএফ, এএফ, জিসিসিএ, জিইএফ এবং এলডিসিএফ তহবিলের স্বচ্ছতার চর্চার নিশ্চিতের বিষয় পরিলক্ষিত হলেও বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ ও এএসএপি তথ্য প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাব (কারিগরি ও আর্থিক) প্রকাশের ক্ষেত্রেও একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্পের সময়কাল বিষয়ক যেমন প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন ও অর্থছাড়ের তথ্য জিসিএফ, এএফ, জিসিসিএ, জিইএফ, এলডিসিএফ এবং ইউএন-রেড প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, অন্যান্য তহবিল এসংক্রান্ত আংশিক তথ্য প্রকাশ করে। বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ, জিসিসিএ এবং ইউএন-রেড প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে না। ১২টি তহবিলের মধ্যে বিসিসিটি ও বিসিসিআরএফ প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে না। অন্যদিকে, ১২টি তহবিলই তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু তহবিল থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেনা।[৮১] তথ্য বোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশেও ঘাটতি বিদ্যমান।

সারণি ১২: তহবিলসমূহের তথ্য উন্মুক্তার চর্চা

নির্দেশক	জাতীয়		আন্তর্জাতিক									
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) সদস্য	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	p	p	p	p	X
প্রকল্প প্রস্তাব প্রকাশ (কারিগরি ও আর্থিক)	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
প্রকল্পের সময়কাল (প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড়)	p	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	p	p	✓	p
প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ	X	X	p	p	X	p	p	p	p	p	X	p
প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ	p	X	p	✓	✓	p	p	p	p	p	✓	X
প্রকল্প বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	p	p	p	✓	✓
তহবিলের বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* আংশিক আছে বলতে আংশিক তথ্য প্রকাশ

✓ =আছে, p= আংশিক আছে*, X =নেই

[৮১] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust. (Unpublished)

অধ্যায় ৬: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের ব্যবহার ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

৬.১ অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ঘাটতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় তহবিলের প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্পের চাহিদা যাচাইয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ, আদিবাসী ও নারীদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হয় না।[৮২] আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পের কার্যকারিতা, ফলাফল এবং মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয় না।[৮৩] জাতীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত।

৬.২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প ও তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত একক কোনো প্লাটফর্ম নেই। ফোকাল প্রতিষ্ঠনসমূহ, তহবিলসমূহ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘটতি বিদ্যমান। জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তহবিলসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান। তহবিল, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদানে ঘাটতি বিদ্যমান।

সারণি ১৩: তহবিলসমূহ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ফোকাল প্রতিষ্ঠানসমূহ

তহবিল	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
ইউএন-রেড প্রোগ্রাম	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এসআরইপি	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জিইএফ	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বিসিসিআরএফ	অর্থ মন্ত্রণালয়
জিসিএফ	অর্থ মন্ত্রণালয়
এলডিসিএফ	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পিপিসিআর	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এএফ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বিসিসিটি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

উৎস: বিসিসিটি (২০২৫); এএফ (২০২৫); পিপিসিআর (২০২৫); এলডিসিএফ (২০২৫); জিসিএফ (২০২৫); জিইএফ (২০২৫); এসআরইপি (২০২৫); ইউএন-রেড প্রোগ্রাম (২০২৫)

প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সময় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয় না। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দপ্তরের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয় না।[৮৪]

---

[৮২] Transparency International Bangladesh. (2020). *Climate change mitigation finance and project implementation in Bangladesh: Governance challenges and way forwards*. Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://www.ti-bangladesh.org/images/2020/report/Mitigation-Finance/Mitigation_Finance_Governance_Full_Report.pdf

[৮৩] Transparency International Bangladesh. (2025, May 14). Accessing Green Climate Fund (GCF) for vulnerable countries like Bangladesh: Governance challenges and way forward. Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://ti-bangladesh.org/articles/research/6981

[৮৪] Ahmed, N., Asaduzzaman, M., Bhuyan, M. H. R., Iqbal, Z., Parvin, M., & Asaduzzaman, M. (2019). *Assessment of monitoring and evaluation procedures of BCCT and impact assessment of CCTF projects* (Unpublished report).

“ভোলার একটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে উক্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় টিউবওয়েলগুলো কার্যকরভাবে চালু রাখা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প পরিকল্পনার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়া, বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস যেমন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর স্থাপন নিয়েও পর্যাপ্ত কোনো সমন্বয় বা প্রস্তুতি ছিল না। ফলে, প্রকল্পটি থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হয়নি, প্রকল্প অর্থের অপচয় ঘটে এবং স্থানীয় জনগণ নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।”

আহমেদ ও অনান্য, ২০১৯

অধ্যায় ৭: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি

৭.১ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি তহবিল পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

বিসিসিটি বোর্ড কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় তহবিলটির সিংহভাগ অর্থ পদ্মা ব্যাংকের মত অদক্ষ ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে রাখা হয়েছে যা নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত পাওয়া যায়নি, এবং ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিদ্যমান। বিসিসিটির ৭২.৮ মিলিয়ন ডলার উক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত থাকলেও বর্তমানে ব্যাংকটি সুদসহ আসল অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছে।[৮৫] পদ্মা ব্যাংকে ডিপোজিটের ক্ষেত্রে অধিক সুদের হার বিবেচনার কথা বলা হলেও বিকল্প হিসেবে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত এবং দক্ষ বেসরকারি ব্যাংককে বিবেচনা করা হয়েছিল কি না তার কোন প্রমাণ নেই। ট্রাস্টি বোর্ডসহ এ প্রক্রিয়ায় জড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

৭.২ জলবায়ু তহবিলের প্রকল্পের বাতিল

জাতীয় তহবিলের মোট ৩৫টি প্রকল্প বাতিল হয়েছে, যা মোট অনুমোদিত প্রকল্পের ৩.৯ শতাংশ। বাতিলকৃত প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ১৯.৮ মিলিয়ন ডলার যার মধ্যে ছাড় হয়েছে ০.৭ মিলিয়ন ডলার (n=4)। থিমভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাতিলকৃত প্রকল্পের মধ্যে সর্বাধিক অবকাঠামো থিমে (৬৫.৭ শতাংশ) প্রকল্প বাতিল হয়েছে। প্রশমন থিমে ৩১.৪ শতাংশ, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য থিমে ১৪.৩ শতাংশ এবং গবেষণা থিমে ২.৯ শতাংশ প্রকল্প বাতিল হয়েছে (**চিত্র ২৪**)। আন্তর্জাতিক তহবিল ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠানের (বিশ্বব্যাংক) সাথে সার্ভিস চার্জ, প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড় সংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যবস্থাপনা জটিলতা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। পাশাপাশি, তহবিল বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিসিসিআরএফ তহবিলের ১৩ মিলিয়ন পাউন্ড প্রত্যাহার করে।[৮৬]

চিত্র ২৪: থিমভিত্তিক বাতিলকৃত প্রকল্প (শতাংশ)*

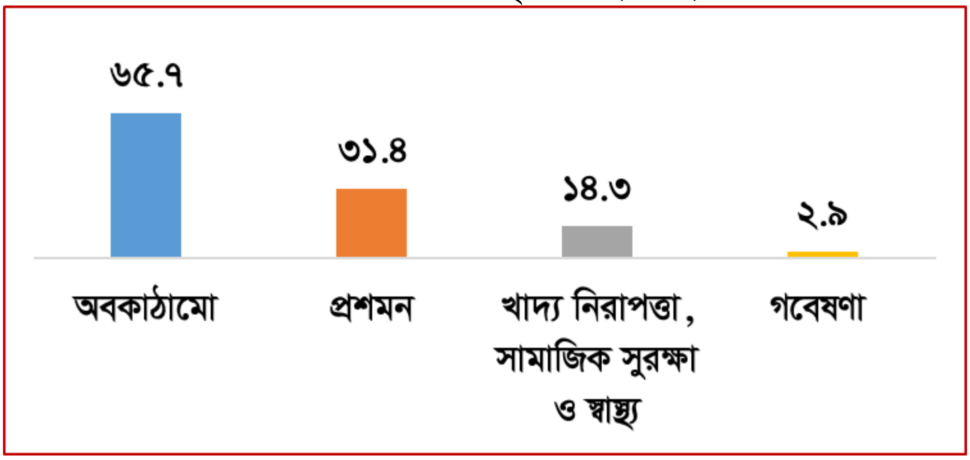

*একাধিক উত্তর বিবেচনা করা হয়েছে উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৭.৩ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকারবলে বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নয় জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ মোট ১৬ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড

[৮৫] Jahid, A., & Byron, R. K. (2024, November 7). Govt to devise plan to retrieve Tk 873cr climate fund from Padma Bank. The Daily Star. Retrieved October 25, 2025, from https://www.thedailystar.net/business/news/govt-devise-plan-retrieve-tk-873cr-climate-fund-padma-bank-3746786

[৮৬] Staff Correspondent. (2016, November 11). *Dhaka loses £13m climate funds*. *The Daily Star*. Retrieved October 25, 2025, from https://www.thedailystar.net/backpage/dhaka-loses-%C2%A313m-climate-funds-1312921

প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৮৭] তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বোর্ড চেয়ারম্যানরা তাঁদের নিজ এলাকায় বা নির্বাচনি জেলায় অধিক প্রকল্প ও বরাদ্দ গ্রহণ করেন।

সারণি ১৪: বোর্ড চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীদের নিজ নির্বাচনি জেলায় অধিক বরাদ্দ

বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে নিজ নির্বাচনি জেলায় বরাদ্দ				
বোর্ড চেয়ারম্যান/ উপমন্ত্রীদের মেয়াদকাল	বোর্ড চেয়ারম্যান/ উপমন্ত্রীদের নির্বাচনি জেলা	নির্বাচনি জেলায় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (ক)	সমান বিপদাপন্ন অন্যান্য জেলায় একই সময়ে গড় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (খ)	শতকরা [(ক-খ)/খ×১০০]
২০১০-২০১৩	চট্টগ্রাম	২৩.৬	১.৫	১,৪৭৩.৩
২০১৪-২০১৭	পিরোজপুর	১৭.৫	১.৫	১,০৬৬.৭
২০১৮	চট্টগ্রাম	২.৪	০.২	১১০০.০
২০১৯-২০২৩	মৌলভীবাজার	১.৬	১	৬০.০
উপমন্ত্রীদের মেয়াদকালে নিজ নির্বাচনি জেলায় বরাদ্দ				
২০১৪-২০১৮	ভোলা	২৩.৪	১.৯	১,১৩১.৬
২০১৯-২০২৩	বাগেরহাট	১.৪	১	৪০.০

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

২০১০-২০১৩ সময়কালে বোর্ড চেয়ারম্যান ২৩.৬ মিলিয়ন ডলার তার নিজ নির্বাচনি জেলায় অনুমোদন দিয়েছেন। একই সময়ে সমান বিপদাপন্নতা সম্পন্ন অন্যান্য জেলায় গড় ১.৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে, বোর্ড চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে সমান বিপদাপন্ন অন্যান্য জেলার তুলনায় নিজ নির্বাচনি জেলায় ১,৪৭৩.৩ শতাংশ অধিক বরাদ্দ দিয়েছেন (**সারণি ১৪**)।

অনুরূপভাবে, ২০১৪-২০১৭ সময়কালে অপর একজন বোর্ড চেয়ারম্যান নিজ নির্বাচনি জেলায় ১৭.৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছেন এবং সমান বিপদাপন্নতা সম্পন্ন অন্যান্য জেলায় গড় ১.৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে, বোর্ড চেয়ারম্যান নিজ নির্বাচনি জেলায় সমান বিপদাপন্ন অন্যান্য জেলার তুলনায় ১,০৬৬.৭ শতাংশ অধিক বরাদ্দ দিয়েছেন।

সারণি ১৫: বোর্ড চেয়ারম্যান ও উপমন্ত্রী না থাকাকালীন সময়ে একই জেলায় বরাদ্দ

বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকাকালীন সময়ে একই জেলায় গড় বরাদ্দ				
বোর্ড চেয়ারম্যান/ উপমন্ত্রীদের মেয়াদকাল	বোর্ড চেয়ারম্যান/ উপমন্ত্রীদের নির্বাচনি জেলা	নির্বাচিত জেলায় এক বছরে গড় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (ক)	বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকাকালীন একই সময়ে একই জেলায় গড় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (খ)	শতকরা [(ক-খ)/খ×১০০]
২০১০-২০১৩	চট্টগ্রাম	৫.৯	১.৬	২৬৮.৮
২০১৪-২০১৭	পিরোজপুর	৪.৪	০.৭	৫২৮.৬
২০১৮	চট্টগ্রাম	২.৪	১.৬	৫০
২০১৯-২০২৩	মৌলভীবাজার	০.৩	০.২	৫০
উপমন্ত্রী না থাকাকালীন সময়ে গড় বরাদ্দ				
২০১৪-২০১৮	ভোলা	৪.৭	১.২	২৯১.৭
২০১৯-২০২৩	বাগেরহাট	০.৩	০.৭	-৫৭.১

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

২০১০-২০১৩ সময়ে বোর্ড চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে চট্রগ্রামে প্রতিবছর গড়ে ৫.৯ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এই এলাকা থেকে কেউ বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকার সময়ে বরাদ্দ কমে ১.৬ মিলিয়ন ডলার হয়। এই মেয়াদকালে চট্টগ্রামে বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকাকালীন সময়ের তুলনায় ২৬৮.৮ শতাংশ অধিক বরাদ্দ হয় (**সারণি ১৫**)। উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৭ সময়ে পিরোজপুর থেকে একজন সংসদ সদস্য বোর্ড চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে পিরোজপুরে প্রতি বছর গড়ে ৪.৪ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকাকালীন সময়ের তুলনায় ৫২৮.৬ শতাংশ বেশি। কিন্তু একই এলাকা থেকে কোন সংসদ

[৮৭] Government of the People's Republic of Bangladesh. (2010). *Climate Change Trust Act, 2010* (Act No. LVII of 2010). Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved July 16, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/9f965916_24d8_4465_9fd2_b1e4bb7582f1/Climate%20Change%20Trust%20Act_2010.pdf

সদস্য বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকা সময়ে গড় বরাদ্দ কমে ০.৭ মিলিয়ন ডলার হয় (**সারণি ১৫**)। সার্বিকভাবে, বিসিসিটিতে বোর্ড চেয়ারম্যানদের প্রকল্প এবং অর্থ অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতীয়মান হয়।

৭.৪ বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব

নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে।[৮৮,৮৯,৯০] ক্ষেত্রবিশেষে, কিছু প্রকল্প প্রস্তাব বোর্ড মিটিংয়ের একদিন পূর্বে বিসিসিটিতে জমা করা হয়, এবং কারিগরি কমিটি নামমাত্র মিটিং করে তা বোর্ডে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়।[৯১] এসব প্রকল্প পূর্ব থেকেই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত থাকে। বোর্ড চেয়ারম্যানসহ বিসিসিটি থেকে অধিক অর্থ পাওয়া কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করাসহ অনৈতিক হস্তক্ষেপ করেন। বোর্ড চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নিজ মন্ত্রণালয় এবং নিজ নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেন- এক্ষেত্রে নিজেদের পরিচিত, পূর্ব নির্ধারিত এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহই অনুমোদন করেন। প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনে বিসিসিটির কোন ভূমিকা নেই এবং বিসিসিটি'র কর্মকর্তারা শুধুমাত্র 'ক্যাশিয়ারের ভূমিকা' পালন করেন বলে দাবি বিসিসিটি'র।[৯২]

> "তাঁরা সবাই রাজনৈতিক ব্যক্তি, সবাই চান নিজের এলাকায় প্রকল্প নিতে। নিজের এলাকায় প্রকল্প না গেলে তাঁরা প্রকল্প অনুমোদন করেন না। যে যে এলাকার এমপি বা মন্ত্রী সে সেই এলাকার প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে আসেন, সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও জোর করেই সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখানো হয়। প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়াতেই দুর্নীতির সূচনা ঘটে। বাস্তবায়ন পর্যায়ের দুর্নীতি তার পরের ধাপ।"- বিসিসিটি'র কার্যক্রম মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা

৭.৫ বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে তহবিল বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতি

বিসিসিটি'র বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে থিমভিত্তিক ভিত্তিক বরাদ্দে অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। মোট চারজন বোর্ড চেয়ারম্যানের মধ্যে তিনজন অবকাঠামো খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ দিয়েছেন এবং একজন চেয়ারম্যান প্রশমন থিমে সর্বাধিক বরাদ্দ দিয়েছেন। ২০১৪–২০১৭ মেয়াদকালে অবকাঠামো খাতে সর্বোচ্চ ৭৮.৮ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা এই থিমে সর্বাধিক বরাদ্দ। একইভাবে, ২০১০-২০১৩ এবং ২০১৮ সালের মেয়াদকালে অবকাঠামো খাতে যথাক্রমে ৬২.১ শতাংশ ও ৪৩.৪ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়া, ২০১৯-২০২৩ মেয়াদকালে প্রশমন খাতে সর্বাধিক ৪৩.৯ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়। সার্বিকভাবে দেখা যায়, গবেষণা, সক্ষমতা উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ থিমে কোন বোর্ড চেয়ারম্যানই পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করেন নি (**চিত্র ২৫**)।

চিত্র ২৫: বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে থিমভিত্তিক বরাদ্দ (শতাংশ)

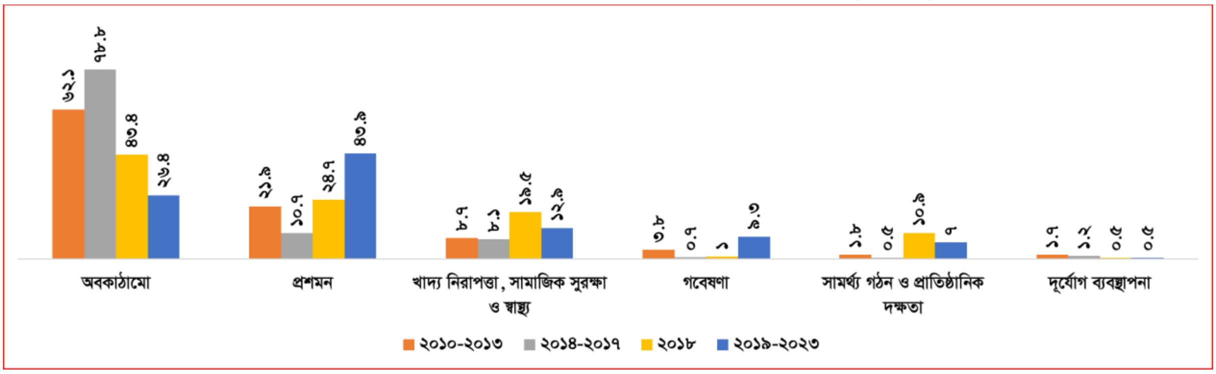

[৮৮] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)

[৮৯] Sultana, N., Al Imran, J., Jenat, T. U., & Rabbi, S. N. A. (2024, September). *Distributive justice in Bangladesh's climate finance: Challenges and recommendations for policy takeaways*. Centre for Participatory Research and Development (CPRD) & HEKS/EPER. Retrieved November 2, 2025, from https://cprdbd.org/distributive-justice-inbangladeshs-climate-finance-challenges-and-recommendations/

[৯০] Islam, A. (2024, 28 July). *জলবায়ু তহবিল অপচয়, উন্নয়ন দেখিয়ে বরাদ্দ লুট*. *Banglanews24*. Retrieved October 30, 2025, from https://www.banglanews24.com/banglanews-special/news/bd/1553469.details

[৯১] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)

[৯২] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৭.৬ রাজনৈতিক বিবেচনায় বিসিসিটি'র প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানদের যোগসাজশে বিসিসিটি বোর্ডে প্রকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। তাদের চাহিদা মতো জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় বলে তথ্য দাতারা জানান।[৯৩] প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের সাথে জড়িত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।[৯৪] ক্ষেত্রবিশেষে, সাইনবোর্ড-সর্বস্ব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়[৯৫], এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করে বোর্ড চেয়ারম্যান, স্থানীয় নেতাকর্মী এবং ঠিকাদারের যোগসাজশে তহবিল আত্মসাৎ করার উদাহরণও রয়েছে।[৯৬]

৭.৭ ব্যবসায়িক স্বার্থে বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

২০১৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত বিসিসিটি বোর্ড মোট **৩৭৩টি** প্রকল্প অনুমোদন করে। এর মধ্যে **২১৬টি** প্রকল্প পৌরসভাসহ বিভিন্ন স্থানে সৌর সড়ক বাতি নির্মাণ সংশ্লিষ্ট যা এই সময়ের গৃহীত মোট প্রকল্পের ৫৭.৯ শতাংশ।[৯৭] একজন বোর্ড চেয়ারম্যানের ব্যবসায়িক স্বার্থে সৌর সড়ক বাতি নির্মাণের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকল্প অনুমোদান করার অভিযোগ রয়েছে।[৯৮] এক্ষেত্রে, বোর্ড চেয়ারম্যানের ছেলের ঠিকাদারসহ তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের যোগসাজশে প্রকল্পগুলো বোর্ডে উত্থাপন করা হয় এবং প্রকল্পগুলো অনুমোদন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৭.৮ বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিবিধ স্তরে অনিয়ম-দুর্নীতি

অভিযোজনের সাথে সম্পর্কহীন প্রকল্প গ্রহণ: প্রকল্পের অর্থে সাফারি পার্ক ও ইকোপার্ক নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।[৯৯]

নিম্ন মানের কাজ সম্পাদন: সৌর বিদ্যুৎ প্যানেলের কার্যকারিতা পাঁচ বছর হলেও স্থাপনের এক বছর পরেই অধিকাংশ প্যানেলগুলো অকেজো হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে কম আলো প্রদান এবং স্বল্প সময় জ্বলার পর বন্ধ হয়ে যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে।[১০০,১০১]

প্রকল্পের অর্থ জালিয়াতি: জালিয়াতি করে অন্য প্রকল্পের সৌর বিদ্যুৎ যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নথি বিসিসিটি প্রকল্পের নথি হিসেবে প্রদর্শন করা হয় এবং সেই অনুসারে বিসিসিটি থেকে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।[১০২]

অতিমূল্যায়িত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং অর্থ আত্মসাৎ: ২০১৯-২০২৩ সালের মধ্যে মোট **২১৬টি** সৌর সড়কবাতি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।[১০৩] অধিকাংশ প্রকল্প প্রস্তাবে সৌর সড়ক বাতির যন্ত্রাংশের অতিমূল্যায়ন করে অনুমোদন করা হয়েছে।[১০৪] সার্বিকভাবে, এসংক্রান্ত প্রকল্পে **৪৭.১-৫৭.১ শতাংশ** পর্যন্ত অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।[১০৫,১০৬] একইসাথে এই প্রকল্পগুলো থেকে নিম্ন মানের সড়ক বাতি স্থাপন করে অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, জার্মানি থেকে সৌর সড়ক বাতির যন্ত্রাংশ ক্রয়ের

---

[৯৩] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ১৭ জুন)
[৯৪] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ২৯ এপ্রিল)
[৯৫] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ২৪ এপ্রিল)
[৯৬] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ২৯ এপ্রিল)
[৯৭] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[৯৮] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ৫ মে)
[৯৯] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[১০০] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). Monitoring report. Bangladesh Climate Change Trust. (Unpublished)
[১০১] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ৫ মে)
[১০২] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). Monitoring report. Bangladesh Climate Change Trust. (Unpublished)
[১০৩] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[১০৪] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ৫ মে)
[১০৫] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ৫ মে)
[১০৬] আরিফুর রহমান। (২০২৪, ২৮ মার্চ)। *জলবায়ুর টাকায় সড়কে বাতি বসানোর হিড়িক।* প্রথম আলো. প্রাপ্তি: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, সূত্র: https://www.prothomalo.com/bangladesh/ezeapucio4

জন্য অনুমোদন গ্রহণ করা হলেও চায়না থেকে ক্রয় করা নিম্ন মানের সৌর সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে।[১০৭] শুধুমাত্র সৌর সড়ক বাতি (n=১৮৪) প্রকল্প থেকে অর্থ আত্মসাতের প্রাক্কলিত পরিমাণ ১৭.০-২০.৭ মিলিয়ন ডলার।[১০৮]

দরপত্রসহ কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম: প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে দরপত্রে অনিয়ম করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি।[১০৯] এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।[১১০]

প্রকল্প প্রস্তাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন: পোল্ডার ও বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়। বাস্তবে প্রকল্প এলাকায় কোন বাঁধ ও পোল্ডারের অস্তিত্ব না থাকলেও বিসিসিটি কর্তৃক কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই এমন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় এবং নামমাত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।[১১১] প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরক্ষা হলেও প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। প্রকল্পের উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও বাস্তবে প্রকল্প এলাকায় চাষাবাদের উপযোগী জমি নেই।[১১২]

এছাড়া, অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ সম্পন্ন না করেই প্রকল্প সমাপ্ত দেখিয়ে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য বোর্ডের অনুমোদন দরকার হলেও তা গ্রহণ না করেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।[১১৩] কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। এছাড়াও কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ব-অভিজ্ঞতাহীন প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১১৪]

প্রকল্প ডিজাইন লঙ্ঘন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন, রাস্তা, ও বাঁধ নির্মাণে বিসিসিটি অনুমোদিত নকশা অনুসরণ করা হয়নি এবং ক্ষেত্রবিশেষে, কম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।[১১৫] মূল প্রকল্প প্রস্তাবে ৬০০ মিটার খাল খনন ও সংরক্ষণের কাজ থাকলেও ৩৪৫ মিটার খাল খনন ও পাড় সংরক্ষণ করা হয়েছে।[১১৬] এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ৩৩০টি নলকূপ ৯৬৫ ফুট গভীরতায় স্থাপনের পরিবর্তে ৬৫০-৭৫০ ফুট গভীরে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, অনুমোদিত ডিজাইনের সাথে বাস্তবায়িত কাজের মিল নেই। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকল্পের জন্য ১.৯২ কিলোমিটার সড়ক এবং ৩৭.৮০ মিটার ড্রেনেজ কালভার্ট নির্মাণের অনুমোদন থাকলেও, বাস্তবে মাত্র ২৫২ মিটার ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।[১১৭]

---

[১০৭] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). Monitoring report. Bangladesh Climate Change Trust. (Unpublished)
[১০৮] ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪
[১০৯] Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG). (2020). *Audit report on the Bangladesh Climate Change Trust Fund for the fiscal year 2016–2017*. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. Retrieved July 20, 2025, from https://www.cag.org.bd/storage/app/media/reports/9579ee9368926a7bc3b7f4944bb941ca.pdf
[১১০] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৫, ২৯ এপ্রিল)
[১১১] Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG). (2020). *Audit report on the Bangladesh Climate Change Trust Fund for the fiscal year 2016–2017*. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. Retrieved July 20, 2025, from https://www.cag.org.bd/storage/app/media/reports/9579ee9368926a7bc3b7f4944bb941ca.pdf
[১১২] Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG). (2020). *Audit report on the Bangladesh Climate Change Trust Fund for the fiscal year 2016–2017*. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. Retrieved July 20, 2025, from https://www.cag.org.bd/storage/app/media/reports/9579ee9368926a7bc3b7f4944bb941ca.pdf
[১১৩] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust (Unpublished).
[১১৪] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust (Unpublished).
[১১৫] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust (Unpublished).
[১১৬] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust (Unpublished).
[১১৭] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust (Unpublished).

প্রকল্প সুবিধাভোগীদের থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ: উন্নত চুলা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ৮০০ টাকার বিপরীতে, ক্ষেত্রবিশেষে সুবিধাভোগীদের থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।[১১৮] বিনামূল্যে নলকূপ প্রদান করা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃক ক্ষেত্রবিশেষে সুবিধাভোগীদের থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।[১১৯]

৭.৯ জাতীয় তহবিল/বিসিসিটিতে দুর্নীতির পরিমাণ (প্রাক্কলিত)

২০১০-২০২৪ সময়কালে মোট ৮৯১টি প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫৮.৫ মিলিয়ন ডলার। প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে ২০১০-২০২৪ সময়কালে দুর্নীতির মোট প্রাক্কলন পরিমাণ ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ১১০.৬ কোটি টাকা (**সারণি ১৬**)। ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটি'র সদস্যদের যোগসাজশে, এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প অনুমোদন হলেও তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি কর্মকর্তারা তা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সারণি ১৬: বিসিসিটি প্রকল্পে প্রাক্কলিত দুর্নীতির পরিমাণ

দুর্নীতির ক্ষেত্র	দুর্নীতির হার (শতাংশ)	দুর্নীতির পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)	দুর্নীতির পরিমাণ (কোটি টাকা)
প্রকল্প অনুমোদনে ঘুষ ও অবৈধ লেনদেন	৪.৫	২০.৬	১৭৫.০
যোগসাজশে টেন্ডার, ঠিকাদার নিয়োগ ও সাব-কন্ট্রাক্ট	১৫.৪	৭০.৬	৫৯৯.৯
প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ	৩২.৯	১৫০.৮	১২৮১.৩
পরিবীক্ষণ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান	১.৪	৬.৪	৫৪.৪
মোট	৫৪.২	২৪৮.৪	২১১০.৬

উৎস: ডাটাবেইস বিশ্লেষণ, ২০২৪

৭.১০ আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘাটতি বিদ্যমান। প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত একজন জনপ্রতিনিধির তার ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করেন, এবং পরবর্তীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে প্রকল্প অর্থ স্থানান্তর করেন।[১২০] ঠিকাদার থেকে কার্যাদেশের মোট ২-৩ শতাংশ অর্থ নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[১২১] রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া, নিম্ন মানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিযোগ রয়েছে।[১২২] পিপিসিআর প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রকৌশলী ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন এবং এলাকায় ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য সুবিধাভোগীদের চাহিদা উপেক্ষা করে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে স্কুল-কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন যা স্কুল হিসেবে ব্যবহার হয়না।[১২৩] এছাড়া, ঝুঁকিগ্রস্ত কমিউনিটি (জেলে কমিউনিটির) বসবাস স্থান থেকে স্থাপিত স্কুল-কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য খাল পাড়ি দিয়ে আসার প্রয়োজন হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ঝুঁকিগ্রস্ত কমিউনিটি আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ নিতে পারে না। ফলে স্কুল-কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রটি অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়েছে।[১২৪] আন্তর্জাতিক তহবিল বাস্তবায়নে এমন নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও তা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

---

[১১৮] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust (Unpublished).
[১১৯] Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009-2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust (Unpublished).
[১২০] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৩, ১৫ অক্টোবর)
[১২১] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৩, ১৫ অক্টোবর)
[১২২] মূখ্য তথ্যদাতা (২০২৩, ১৫ অক্টোবর)
[১২৩] Deutsche Welle. (2017). *Climate funds and corruption in Bangladesh* [Video]. DW. Retrieved November 1, 2025, from https://www.dw.com/en/climate-funds-and-corruption-in-bangladesh/video-41073503
[১২৪] Deutsche Welle. (2017). *Climate funds and corruption in Bangladesh* [Video]. DW. Retrieved November 1, 2025, from https://www.dw.com/en/climate-funds-and-corruption-in-bangladesh/video-41073503

অধ্যায় ৮ঃ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা

৮.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সময়/মেয়াদ, বাজেট, বাস্তবায়ন অগ্রাধিকারসহ বিবিধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। সরকার বাজেট থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করলেও তা মোট বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় নগণ্য। ফলে, সরকারের নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে, জলবায়ু তহবিল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকেন্দ্রীক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং টেকসই ফলাফল অর্জনের সুযোগ থাকলেও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে তা অর্জিত হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাতেও দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষকরে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী নয়। সার্বিকভাবে, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি - প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বাজেট বরাদ্দ, চাহিদা, ভৌগোলিক বাস্তবতা ও পরিকল্পনা ও নীতির সাথে সংগতিহীন প্রকল্প গ্রহণ, এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। সুশাসনের সব নির্দেশকেই জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রমে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায় যেমন- আইন, নীতি ও পরিকল্পনার দুর্বলতা ও বিভিন্ন নীতি/ নির্দেশিকার অনুপস্থিতি, বিপদান্নতার মাত্রা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে সামঞ্জস্যহীনতা, তহবিলের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি, তহবিল সংগ্রহ ও ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার ফলে কার্যকরতার ঘাটতি, দুর্বল জবাবদিহি কাঠামো ও চর্চা, তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে ঘাটতি, এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘাটতি রয়েছে।

এ খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্দেশ করে এটি দুর্নীতির নতুন একটি সুযোগ (window) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এতে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন যেমন- নীতি-নির্ধারক, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ও ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ ও ঘুষের মাধ্যমে এ খাতে দুর্নীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ফলে, জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতা একদিকে চাহিদার তুলনায় নগণ্য তহবিল বরাদ্দের ব্যাপক অপচয় হয়েছে, এবং অন্যদিকে এসব বরাদ্দ/প্রকল্পের উপযোগিতা/কার্যকরতা এসব তহবিলকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে, এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু খাতে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

৮.২ সুপারিশ

১. বিসিসিএসএপি ২০০৯ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ হালনাগাদ করে যুগোপযোগী করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ট্রাস্ট ফান্ড এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ সংশোধন করতে হবে;
   - আইনে ট্রাস্টের জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়ক ধারা সংযোজন করতে হবে।
   - বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের বিধান যুক্ত করতে হবে।
   - ট্রাস্ট থেকে কমপক্ষে একজন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাকে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নসংক্রান্ত কারিগরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
   - মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল অর্জনে সক্ষম বা ট্রান্সফর্মেটিভ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের আওতায় অর্থ বরাদ্দের সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।
   - অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে দেশে প্রচলিত আইন, যেগুলো ট্রাস্টের জন্য প্রযোজ্য, তা সুনির্দিষ্ট করে ট্রাস্ট আইনে উল্লেখ করতে হবে

- আর্থিক ও কারিগরি ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি'র কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি ও শর্তাবলী নির্ধারণ, প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও অর্থ ছাড়, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প তদারকি, প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং নথি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
- দুর্নীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ, অংশীজনের অংশগ্রহণ, তহবিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য উন্মুক্তকরণ, পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং নিয়মিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নতুন আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৩. রাজস্ব বাজেটের বাইরে বিসিসিটিকে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম যেমন, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল, কার্বন ট্রেডিং, ক্লিন ডেভলপমেন্ট ম্যাকানিজমসহ বেসরকারি অর্থায়ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. থিমভিত্তিক, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসভিত্তিক, এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত পথ নকশা প্রস্তুত করতে হবে। পথ নকশায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে সেই অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. বিসিসিটির আওতায় স্বল্প মেয়াদি এবং ক্ষুদ্র প্রকল্প অনুমোদন পরিহার করতে হবে। প্রান্তিক এবং দূর্গম ঝুঁকিপূর্ণ জেলা, উপজেলা এবং স্থান যেখানে সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন স্থানে বিসিসিটি থেকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬. বাংলাদেশে বাস্তবায়িত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা করার জন্য একটি পৃথক স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জলবায়ু তহবিল কার্যকরভাবে পৌঁছানো নিশ্চিতে বিপদাপন্নতার সূচক এবং ভৌগোলিক/স্থানিক ঝুঁকিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৮. জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয় সমন্বয়ের জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসহ অংশীজন সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে

৯. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষকরে, অবকাঠামো ও সৌর সড়ক বাতিসংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত করতে হবে।

*****

তথ্যসূত্র

১. Ahmed, N., Asaduzzaman, M., Bhuyan, M. H. R., Iqbal, Z., Parvin, M., & Asaduzzaman, M. (2019). *Assessment of monitoring and evaluation procedures of BCCT and impact assessment of CCTF projects* (Unpublished report).

২. Adaptation Fund. (2025). *Adaptation Fund.* Retrieved September 15, 2025, from https://www.adaptation-fund.org/

৩. Bangla Tribune. (2024, August 12). *জলবায়ু পরিবর্তনের পরিসংখ্যান: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*. Retrieved July 16, 2025, from https://www.banglatribune.com/columns/858861/জলবায়ু-পরিবর্তনের-পরিসংখ্যান-বাংলাদেশ-প্রেক্ষাপট

৪. Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2009–2024). *Monitoring report*. Bangladesh Climate Change Trust. (Unpublished)

৫. *Bangladesh Climate Change Trust (BCCT)*. Retrieved October 29, 2025, from https://bcct.gov.bd

৬. Bangladesh Climate Change Trust (BCCT). (2024). *Evaluation of 45 projects implemented by different agencies funded by BCCT* [Evaluation report]. Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved July 16, 2025, https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/8b8aa20c_0a58_449b_ae5f_ad7738a26c1e/2024-12-31-17-45-524580f7f866bc81f79101bc7effd073.pdf

৭. Bangladesh Climate Change Trust, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024, August). *Gazette 2024: Guidelines for taking up projects in vulnerable and affected areas due to climate change financed by Climate Change Trust Fund*. Retrieved July 20, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-04-54-48d26696dee93b71a657d758d9f9548c.pdf

৮. Bündnis Entwicklung Hilft / IFHV. (2023). *WeltRisikoBericht 2023* [World Risk Report 2023]. Bündnis Entwicklung Hilft. Retrieved July 16, 2025, from https://www.weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2023/09/WeltRisikoBericht_2023.pdf

৯. Change Initiative. (2023, December 20). *Follow the renewable energy finance: Bangladesh perspective (FtREF-01-2023)*. Retrieved October 29, 2025, from https://www.changei.earth/post/follow-the-renewable-energy-finance-bangladesh-perspective-ftref-01-2023

১০. Climate Funds Update. (2024). *Data dashboard*. Retrieved June 15, 2024, from https://climatefundsupdate.org/data-dashboard/

১১. Climate Investment Funds (CIF). (2024). *Climate Investment Funds (CIF).* Retrieved September 15, 2025, from https://www.cif.org/

১২. Deutsche Welle. (2017). *Climate funds and corruption in Bangladesh* [Video]. DW. Retrieved November 1, 2025, from https://www.dw.com/en/climate-funds-and-corruption-in-bangladesh/video-41073503

১৩. Eckstein, D., Kunzel, V., & Schäfer, L. (2021). *Global climate risk index 2021: Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2019 and 2000–2019.* Germanwatch. Retrieved July 16, 2025, from https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

১৪. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2015, November 16). *Social safety net: 2015–16 financial year* [PDF]. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/672e3d4d_09bb_4205_9afd_843de55481d1/Safety%20net_English_16-17.pdf

১৫. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2016, November 16). *Social safety net: 2016–17 financial year* [PDF]. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/672e3d4d_09bb_4205_9afd_843de55481d1/Safety%20net_English_16-17.pdf

১৬. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2018, November 16). *Social safety net: 2018–19 financial year* [PDF]. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/672e3d4d_09bb_4205_9afd_843de55481d1/Safety%20net_English_18-19.xl.pdf

১৭. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2020, November 16). *Social safety net: 2019–20 & 2020–21 financial year*. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/672e3d4d_09bb_4205_9afd_843de55481d1/Safety%20Net%2020-21_English_2020-11-16.pdf

১৮. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2021). *Social protection programs: Fiscal year 2021–22* [PDF]. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/672e3d4d_09bb_4205_9afd_843de55481d1/Social%20Protection%20Programs_2021-22_English.pdf

১৯. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2022, November 16). *Social security programs: Fiscal year 2022–23*. Retrieved July 20, 2025, from https://file-chittagong.portal.gov.bd/uploads/acbc1606-3137-43c2-88f4-bfa19529b57c//634/e58/599/634e58599c50c660500898.pdf

২০. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023, November 16). *Social security programs: Fiscal year 2023–24*. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/a8e415d0_c5f2_4d5a_8c7c_bcd8beb88140/Social%20Security%20Programs_English_2023-24.pdf

২১. Global Climate Change Alliance (GCCA+). (2025). *Global Climate Change Alliance Plus (GCCA+).* Retrieved September 15, 2025, from https://www.gcca.eu/

২২. Global Environment Facility (GEF). (2025). *Global Environment Facility.* Retrieved September 15, 2025, from https://www.thegef.org/

২৩. Global Environment Facility. (2025). *Least Developed Countries Fund (LDCF).* Retrieved September 15, 2025, from https://www.thegef.org/what-we-do/topics/least-developed-countries-fund-ldcf

২৪. General Economic Division (GED) (2017). *SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective*. Retrieved October 29, 2025, from https://pksf.org.bd/wp-content/uploads/2018/11/2.-SDGs-Financing-Strategy-Bangladesh-Perspective.pdf

২৫. Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *National Adaptation Plan of Bangladesh (2023–2050)*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved October 29, 2025, from https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/npfblock/903c6d55_3fa3_4d24_a4e1_0611eaa3cb69/National%20Adaptation%20Plan%20of%20Bangladesh%20(2023-2050)%20(1).pdf

২৬. Government of the People's Republic of Bangladesh. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)*. Ministry of Environment & Forests. Retrieved October 29, 2025, from https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Bangladesh%20Climate%20Change%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202009.pdf

২৭. Government of the People's Republic of Bangladesh. (2010). Climate Change Trust Act, 2010 (Act No. LVII of 2010). Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved July 16, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/9f965916_24d8_4465_9fd2_b1e4bb7582f1/Climate%20Change%20Trust%20Act_2010.pdf

২৮. Government of the People's Republic of Bangladesh & GIZ. (2023). Nationwide Climate Vulnerability Assessment in Bangladesh – Draft (NCVA). Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Retrieved October 29, 2025, from https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/notices/d31d60fd_df55_4d75_bc22_1b0142fd9d3f/Draft%20NCVA.pdf

২৯. Government of the People's Republic of Bangladesh. (2025). *Bangladesh's Third Nationally Determined Contribution (NDC 3.0)*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Retrieved October 29, 2025, from https://unfccc.int/sites/default/files/2025-

09/Bangladesh%20Third%20Nationally%20Determined%20Contribution%20%28NDC%203.0%29.pdf
৩০. Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2025, June 17). Bangladesh Climate Change Trust Fund. Retrieved October 29, 2025, from https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/e963088e_0f4d_4ec7_9a88_35471d6ca7e3/2025-06-17-04-50-f390a37cbff46b4ae2724eb520bd2454.pdf
৩১. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. (2022, July 18). What is the polluter pays principle? London School of Economics and Political Science. Retrieved July 16, 2025, from https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-polluter-pays-principle/
৩২. Green Climate Fund. (2025). *Green Climate Fund.* Retrieved September 15, 2025, from https://www.greenclimate.fund/
৩৩. Islam, A. (2024, 28 July). জলবায়ু তহবিল অপচয়, উন্নয়ন দেখিয়ে বরাদ্দ লুট. *Banglanews24*. Retrieved October 30, 2025, from https://www.banglanews24.com/banglanews-special/news/bd/1553469.details
৩৪. International Aid Transparency Initiative. (2025). *IATI Standard*. Retrieved November 1, 2025, from https://iatistandard.org/en/
৩৫. International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2025). *Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP).* Retrieved September 15, 2025, from https://www.ifad.org/en/initiatives/adaptation-smallholder-agriculture-programme
৩৬. Internal Displacement Monitoring Centre. (2012). *Climate displacement in Bangladesh: The need for urgent housing, land and property (HLP) rights solutions* (May 2012). Retrieved July 16, 2025, from https://www.internal-displacement.org/publications/climate-displacement-in-bangladesh.
৩৭. Internal Displacement Monitoring Centre. (2025). *Global report on internal displacement 2025*. IDMC. Retrieved July 16, 2025, from https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2025/
৩৮. Jahid, A., & Byron, R. K. (2024, November 7). *Govt to devise plan to retrieve Tk 873cr climate fund from Padma Bank.* The Daily Star. Retrieved October 25, 2025, from https://www.thedailystar.net/business/news/govt-devise-plan-retrieve-tk-873cr-climate-fund-padma-bank-3746786
৩৯. Khatun, F., Saadat, S. Y., & Al Kabir, F. (2024). *Climate budget of Bangladesh: Balancing needs and building resilience* (CPD Working Paper No. 54). Centre for Policy Dialogue. Retrieved July 20, 2025, from https://cpd.org.bd/resources/2024/08/Climate-Budget-of-Bangladesh-Balancing-Needs-and-Building-Resilience.pdf
৪০. Khan, M., Watkins, M., Aminuzzaman, S., Khair, S., & Khan, M. Z. H. (2020, December). *Climate change investments in Bangladesh: Leveraging dual-use characteristics as an anti-corruption tool.* Anti-Corruption Evidence (ACE) Working Paper 033. https://ace.soas.ac.uk/wp-content/uploads/2022/05/ACE-WorkingPaper033-ClimateChangeInvestments-201217.pdf
৪১. Kundo, H. K., Brueckner, M., Spencer, R., & Davis, J. K. (2023). *The politics of linking disaster risk reduction and climate adaptation with social protection in Bangladesh*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 89, Article 103640. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103640
৪২. Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2020, June). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2020–21*. Finance Division, Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6e496a5b_f5c1_447b_bbb4_257a2d8a97a1/2020-2021_Climate_BR_English.pdf
৪৩. Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2021). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2021–22*. Retrieved July 16, 2025, from https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/bb7b3293_1b29_4b1a_8818_890bcbf6c5ce/Climate%20Financing%20for%20Sustainable%20Development%202021-22.pdf
৪৪. Ministry of Finance, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2023). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2023–24*. Ministry of Finance. Retrieved July 20,

2025, from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/312663/budget-fy24-climate-financing-for-sustainable

৪৫. Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2024). *Climate financing for sustainable development: Budget report 2024–25*. Ministry of Finance. Retrieved July 20, 2025, from http://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/b1a52827_25d9_4854_8d82_a6f61921cfc2/Climate_English-Final-%2805-06-2024%29-compressed.pdf

৪৬. National Bank for Agriculture and Rural Development. (2025). *National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC)*. Retrieved October 29, 2025, from https://www.nabard.org/content.aspx?id=585

৪৭. Mujaffor, S. A. (2019, December 1). Bangladesh Climate Change Trust Fund Policy: Challenges and way forward. *Bangladesh Journal of Administration and Management, 32*(2). Bangladesh Civil Service Administration Academy. Retrieved July 20, 2025, from https://journal.bcsadminacademy.gov.bd/index.php/bjam/article/view/35

৪৮. Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG). (2020). *Audit report on the Bangladesh Climate Change Trust Fund for the fiscal year 2016–2017*. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. Retrieved July 20, 2025, from https://www.cag.org.bd/storage/app/media/reports/9579ee9368926a7bc3b7f4944bb941ca.pdf

৪৯. Patel, D. (2020, July 29). 'Common but differentiated responsibilities': a beacon of realism. LSE International Development Blog. Retrieved July 16, 2025, from https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2020/07/29/common-but-differentiated-responsibilities-a-beacon-of-realism/

৫০. Staff Correspondent. (2016, November 11). Dhaka loses £13m climate funds. The Daily Star. Retrieved October 25, 2025, from https://www.thedailystar.net/backpage/dhaka-loses-%C2%A313m-climate-funds-1312921

৫১. Sultana, N., Al Imran, J., Jenat, T. U., & Rabbi, S. N. A. (2024, September). *Distributive justice in Bangladesh's climate finance: Challenges and recommendations for policy takeaways*. Centre for Participatory Research and Development (CPRD) & HEKS/EPER. Retrieved November 2, 2025, from https://cprdbd.org/distributive-justice-inbangladeshs-climate-finance-challenges-and-recommendations/

৫২. Sri Lanka Climate Fund. (2025). *Home – Sri Lanka Climate Fund*. Retrieved October 29, 2025, from https://www.climatefund.lk/slcf_index

৫৩. Transparency International Bangladesh. (2020). *Climate change mitigation finance and project implementation in Bangladesh: Governance challenges and way forwards.* Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://www.ti-bangladesh.org/images/2020/report/Mitigation-Finance/Mitigation_Finance_Governance_Full_Report.pdf

৫৪. Transparency International Bangladesh. (2024, May 14). *Accessing Green Climate Fund (GCF) for Vulnerable Countries like Bangladesh: Governance Challenges and Way Forward*. Dhaka, Bangladesh: Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://www.ti-bangladesh.org/images/2024/report/gcf/Full-Report-Green-Climate-Fund-En.pdf?v=1

৫৫. Transparency International Bangladesh. (2024, May 14). *Accessing Green Climate Fund (GCF) for vulnerable countries like Bangladesh: Governance challenges and way forward*. Transparency International Bangladesh. Retrieved July 16, 2025, from https://ti-bangladesh.org/articles/research/6981

৫৬. UN Women Asia-Pacific. (2024). *Policy brief: Gender-responsive climate financing in Bangladesh* (Policy Brief). UN Women. Retrieved July 20, 2025, from https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/11/policy-brief-gender-responsive-climate-financing-in-bangladesh

৫৭. UN-REDD programme. (2025). *UN-REDD Programme*. Retrieved September 15, 2025, from https://www.un-redd.org/

৫৮. World Bank. (2016). *Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) annual report 2016 (January–December 2016).* The World Bank. Retrieved July 20 2024, from https://documents1.worldbank.org/curated/en/194721498048042073/pdf/116486-AR-BCCRF-AR-2016-Final-Proof-PUBLIC.pdf

৫৯. World Bank Group. (2022). *Bangladesh country climate and development report* (Report No. 177262). World Bank. Retrieved July 20, 2025, from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38181/CCDR-Bangladesh-MainReport.pdf

৬০. World Bank. (2022). *Country and Climate Development Report: Bangladesh*. Washington, DC: World Bank. Retrieved July 20, 2025, from https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/6d66e133-e49d-5ad9-b056-7b1a6c6206ed/content

৬১. বাহলুল আলম. (2025, April 15). *একটি আশঙ্কা ২০৫০: জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব ও করণীয়. ডেল্টা টাইমস.* Retrieved July 16, 2025, from https://www.deltatimes24.com/news/148139.

৬২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৪, ৬ জুলাই)। *জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার প্রকল্প, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত, ২০২৪)*। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রাপ্তির তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, সূত্র: https://bcct.gov.bd/sites/default/files/files/bcct.portal.gov.bd/files/5fa97323_d8dd_4530_b528_1cb808c12961/2024-08-25-05-00-1c4f1de5efec95233a93730d30b09fae.pdf

৬৩. আরিফুর রহমান। (২০২৪, ২৮ মার্চ)। *জলবায়ুর টাকায় সড়কে বাতি বসানোর হিড়িক।* প্রথম আলো. প্রাপ্তি: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, সূত্র: https://www.prothomalo.com/bangladesh/ezeapucio4

পরিশিষ্ট

১. তহবিল সমূহের নাম, প্রকল্প ও অর্থায়ন

তহবিলের ধরণ	তহবিলের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদন (মিলিয়ন ডলার)
জাতীয় তহবিল	১ .বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি)	৮৯১	৪৫৮.৫
	মোট (জাতীয় তহবিল)	৮৯১	৪৫৮.৫
আন্তর্জাতিক তহবিল	১. অ্যাডাপটেশন ফর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম (এএসএপি)	১	১৫.৫
	২. অ্যাডাপটেশন ফান্ড (এএফ)	১	১০
	৩. বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)	৫	৮২
	৪. ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড (সিটিএফ)	২	১৫.৮
	৫. গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ এলাইয়েন্স (জিসিসিএ)	২	২৫.৭
	৬. গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)	৭	১৮.১
	৭. গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)	১৪	৪২৩.৫
	৮. লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিস ফান্ড (এলডিসিএফ)	৭	৩৪.৪
	৯. পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর)	৭	১০৬.৯
	১০. স্কেলিং আপ রিনিউয়েবল এনার্জি প্রোগ্রাম (এসআরইপি)	৪	৬৭.৫
	১১. ইউনাইটেড ন্যাশনস প্রোগ্রাম অন রিডিউসিং ইমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (ইউএন-রেড)	১	২.৩
	মোট (আন্তর্জাতিক তহবিল)	৫১	৮০১.৭
	মোট (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল)	৯৪২	১,২৬০.২

২. জাতীয় তহবিলের আর্থিক দুর্নীতি প্রাক্কলনের পদ্ধতি

আর্থিক দুর্নীতি প্রাক্কলনের পদ্ধতি: টিআইবি কর্তৃক বিসিসিটি তহবিলের ট্রেকিং প্রতিবেদন এবং সুবিধাভোগী জরিপের (২০২২) তথ্যের ভিত্তিতে এবং গবেষণাগুলোতে দুর্নীতি পরিমাণ প্রাক্কলনে ব্যবহৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করে ২০১০-২০২৪ সময়কালে মোট দুর্নীতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ১১০.৬ কোটি টাকা।

১. প্রকল্প প্রস্তাবে আইটেমভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনা
২. আইটেমভিত্তিক ব্যয় যাচাই (যেমন: বাজার মূল্য যাচাই ইত্যাদি)
৩. মূখ্যতথ্য দাতা ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প কর্মী, উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ
৪. আইটেমভিত্তিক দুর্নীতির পরিমাণ নির্ধারণ {(বাস্তবায়িত আইটেমের সংখ্যা × উক্ত আইটেমের প্রকৃত বাজারমূল্য) - আইটেমভিত্তিক মোট বরাদ্দ}
৫. প্রকল্প অনুমোদনে ঘুষের পরিমাণ নির্ধারণ (অনুমোদিত বাজেট × ২০%)
৬. প্রকল্প পরিবীক্ষনে ঘুষের পরিমাণ নির্ধারণ (অনুমোদিত বাজেট × ২%)
৭. অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্টিং সংক্রান্ত দুর্নীতির পরিমাণ নির্ধারণ [{(অনুমোদিত প্রকল্প বাজেট × ১০%) - (অনুমোদিত বাজেট × ১০%)} × ২০%]
৮. মোট দুর্নীতির পরিমাণ নির্ধারণ (সমস্ত আইটেমভিত্তিক দুর্নীতির যোগফল)
৯. প্রকল্পগুলোর গড় দুর্নীতির ব্যয় নির্ধারণ (সমস্ত আইটেমের যোগফল/৩৮টি প্রকল্প)
১০. প্রকল্পগুলোর গড় অনুমোদিত বাজেট নির্ধারণ (সমস্ত প্রকল্পের বাজেটের যোগফল/৩৮টি প্রকল্প)
১১. দুর্নীতির শতকরা হার নির্ধারণ {(প্রকল্পগুলোর গড় দুর্নীতির ব্যয় × ১০০) / গড় অনুমোদিত বাজেট)}
১২. ৩৮টি প্রকল্পে দুর্নীতির পরিমাণ ৩৫.১ শতাংশ
১৩. ধরন ভিত্তিক দুর্নীতির পরিমাণ {(প্রকল্পগুলোর গড় দুর্নীতির ব্যয় × ১০০) / গড় অনুমোদিত বাজেট)}; (প্রকল্প অনুমোদনে ঘুষ ও অবৈধ লেনদেন: ৪.৫ শতাংশ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ: ১৩.৭ শতাংশ, টেন্ডার, ঠিকাদার নিয়োগ ও বিল প্রদান: ৯.৮ শতাংশ, পরিবীক্ষণ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান: ১.৪ শতাংশ, সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান: ৫.৬ শতাংশ)
১৪. ২১৬টি সৌর সড়কবাতি প্রকল্পে অতিমূল্যায়ন সহ বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত দুর্নীতির পরিমাণ ৫২.১ শতাংশ; পূর্ববর্তী প্রজেক্ট-ট্রেকিংএ সড়কবাতি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল না
১৫. মোট ২৫৪টি প্রকল্পে অতিমূল্যায়ন সহ বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ {(১৩.৭ শতাংশ +৫২.১ শতাংশ)/২}
১৬. বাকি ধরন একই থাকায় মোট দুর্নীতির পরিমাণ ৫৪.২ শতাংশ (প্রকল্প অনুমোদনে ঘুষ ও অবৈধ লেনদেন: ৪.৫ শতাংশ, অতিমূল্যায়নসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ: ৩২.৯ শতাংশ, পরিবীক্ষণ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান: ১.৪ শতাংশ, টেন্ডার, ঠিকাদার নিয়োগ ও সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান: ১৫.৪ শতাংশ)
১৭. প্রাক্কলিত মোট দুর্নীতির পরিমাণ ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার (অনুমোদিত বাজেট × দুর্নীতির শতাংশ/১০০)

৩. মূখ্য তথ্যদাতার তালিকা

- মূখ্য তথ্যদাতা, বিষেশজ্ঞ, এপ্রিল ২৪, ২০২৫
- মূখ্য তথ্যদাতা, গনমাধ্যমকর্মী, এপ্রিল ২৯, ২০২৫
- মূখ্য তথ্যদাতা, গনমাধ্যমকর্মী, মে ০৫, ২০২৫
- মূখ্য তথ্যদাতা, সরকারি কর্মকর্তা, জুন ১৭, ২০২৫
- মূখ্য তথ্যদাতা, বিষেশজ্ঞ. জুলাই ২৯, ২০২৫
- মূখ্য তথ্যদাতা, সরকারি কর্মকর্তা, অক্টোবর ১৫, ২০২৫
- মূখ্য তথ্যদাতা, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, অক্টোবর ১০, ২০২৩